



### কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু । কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন! জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Suvabito Bhante

### हाक्या जाभका दिवी

[ 201 48 ]

একবার - বজিম কুফ দেওয়াৰ

ī,

अकामक:- পরিচালক. উপদাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্ষ্টিটেট্ বাজামাটি, পার্বভা চট্টগ্রাম।

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: - সহকারী পরিচালক, গ্ৰেষণা ও প্ৰকাশনা শাখা উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্ষ্টিটিউট্।

श्रह्म भिद्यो :- धक्कृकल (सार्त्रम

षत्रमञ्जातः - धिम् कतक छाँभा छाक्या

मुला:- बाहे होका माज।

मृज्यः - प्राताष्क व्यार्वे (अप्र রিঞার্ভ বাজার, রালামাটি, পার্বভা চট্টগ্রাম।

### ভূমিকা

বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে প্রচ্র গল্প, রাপকথা, হড়া, ধাঁ ধাঁ প্রভৃতি লোক সাহিত্যের উপকরণ হড়িয়ে আছে। প্রকাশের অভাবে এখনও এগুলি জনসাধারণের কাছে অপরিচিত রিয়ে গেছে। উপভাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্ষ্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা এ সমস্ত ছড়িয়ে থাকা সাহিত্যিক উপাদান সমূহ সংগ্রহ ও প্রকাশের কর্মসূচী প্রহণ করেছে। বিশিষ্ট উপজাতীর সাহিত্যিক মি: বিদ্যান ক্ষম্ম দেওয়ান শিশুদের উপযোগী করে কয়েকটি চাকমা রূপকাহিনী লিখে দিয়ে আমাদের ক্তেন্ডতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

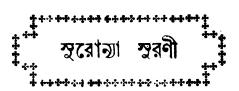
সুদীর্ঘকাল ধরে এগুলি চাকমা শিশুদেরকে আনন্দ দিরে আস্ছে। আশা করি, 'চাকমা রূপকাহিনী'র প্রথম খণ্ডে সংকলিত এই রূপ কথাগুলি বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর শিশু, কিশোর এবং পাঠক-পাঠিকাদেরও আনন্দ দান করবে।

म्राः-व्याभाक क्षात (म्र3हात २४ | ५० | १५৯ हेर श्रीयक्षालक.

উপলাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্ষ্টিউট্ রাঙ্গামাটি, পার্বতা চট্টগ্রাম।

## मुही**नत** ३

		পূৰ্ব
•	सुरताना। सुरतानी	ر
•	টুনটুনী আর কুণো <b>ব</b> ্যাঙ	>
•	অমগদ ঢাকমা	19
•	<b>वू</b> एणावूणी व्यात व ामरतत मल	48
•	বনবিলাস	o <sub>b</sub>



এক যে ছিল বুড়ো, আর এক ছিল ভার বুড়ী। বুড়োর নাম স্থরোভা আর বুড়ীর নাম স্থরণী। ছেলে নেই, পুলে নেই, — ডিন কুলে কেউ নেই। বুড়ো বুড়ীর দিন কাটে কোনমতে।

একদিন সুরোভার থ্ব পিঠে খাবার সাধ হ'ল। সে প্রণাকে বলল,— "সুরণী! পিঠে কর্।"

এদিকে সুরণী তথন খুব মেজাজে রয়েছে। মুখ ঝাম্টা মেরে সে বল্ল,—''বল্লেই হ'ল ় চেঁকি নেই, কুলো নেই, চাণুনী নেই,—পিঠে হবে কী দিয়ে ?''

স্বোক্তা আর করে কী ? পিঠে ত থেতেই হবে, সাধ হয়েজে গখন। দা' কুড়ুল নিয়ে সে জঙ্গলে গেল। জঙ্গল থেকে গা কেটে এনে ঢেঁকি বসাল। বাঁশ কেটে এনে ভার থেকে বেও ডুলে, তাই দিয়ে একটা কুলো আর একটা চালুনী বুনে দিল। সুরণী তথম খুব খুণী। হবেই না বা কেন? কার না পিঠে খাবার সাধ শায়? ফোক্লা গালে হাসি মেলে সুরণী তথন পিঠে কর্তে লেগে গেল।

স্রণী পিঠের চাল ভিছ্তে দিলে। চাল ভিছ্লে পরে সেগুলো তুলে আন্লে আর চে কিতে কুটে খ্ব মিহিগুঁড়ে। তৈরী কঃলে। ভারপর এক একটা পিঠে কলা পাভায় মুড়ে 'পোগোনে'(১) সাজিয়ে দিয়ে উন্ধান চডাতে বাবে.—

সুরণী দেখে — ও পোড়া কপাল! কাঠ কই ? সেম্ব হবে কী দিয়ে ? সুরোক্তা আর সুরণী করে কী ? দা কুড়ুল নিয়ে, পিঠে 'কালোং'(২) বেঁধে ছঙ্গনে ছুট্লো আবার জঙ্গলে কাঠ আনতে।

থেতে—থেতে—পুরোন্থা আর পুরণী ত্রজনে পৌছল গভীর জঙ্গলে। চারধারে মেলাই শুক্নো কাঠ ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে, এধারে—ওধারে।

তার্পর স্রোক্তা কাঠ কাটে, 'ঠুক্! ঠুক্! ঠুক্! স্থরণী কুড়িয়ে ভোলে কাটা কাঠগুলো 'কালোং'এর মধ্যে।

এখন হথেছে কী—! সেই জঙ্গলের মধ্যে থাক্ত ইয়া বড় এক বাব! মারুষের সাড়া পেয়ে বাব উঠল 'হালুম্! ছলুম্!'

<sup>(</sup>১) পিঠে সেদ্ধ করার জন্মে তলায় ছোট ছোট ফুটোওয়াল। এক একার মাটির হাঁডি।

<sup>(</sup>২) এক প্রকার বেভের টুক্রী, ভেতরে মালপত রেখে চাক্মার। পিঠে বালিয়ে নেয়।

करत,—"भाभात 'जुरन'(e) कार्र कार्ट (क रत ?"

স্থার বাজা আর সুরণী ভয়ে একেবারে হিম। হাতের কুড়ুল কথন খনে পড়ে গেছে হাত থেকে। মুখে আর রা বেরয়না।

বাব উঠল আবার 'হালুম! হুলুম!' করে,—আমার পুমে কাঠ কাটে কে রে গু"

সুরোভা ভবে চিঁ করে বলে, ''আমি সুরোভা।''

সুরণী বলে,—"আমি সুরণী। থোড়া কাঠ নিতে এসেছি আমরা পিঠে সেদ্ধ করবার জভোগ"

> বাঘ বল্ল,— "হালুম্! ভ্লুম্! আমিই বা কী পেলুম্?"

"একটা পিঠে দেব" – সুরোক্সা ভয়ে ভয়ে বলে।

"হো:! হো:! হো:!, হা:! হা:! হা:!—" বাবের হাসি আর থামেন। "একটা পিঠে, আমার দাঁত থুচ্কি হবেনা।"

সুরোক্তা বল্ল,—''তা'হলে ছটো দেব।"

বাঘ আবার 'হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ' করে হাসে আর বলে,—
"দাত খুচ্কি হবেনা।"

স্বেগাত্যা আর , একটা পিঠে বাড়িরে দিলে। বলে,—

<sup>(</sup>৩) এক ধরণের কৃষিকান্ত, যাতে পাহাড়ের ঢালে জন্সল কেটে পুডিয়ে তাতে ফদল ফলানো হয়ে থাকে।

"তিনটে দেব।"

''দাত খুচ্কি হবেনা।''

স্থরোতা যতই একটা করে পিঠে বাড়ায়, বাঘ ভতই বলে, ''আমার দাঁত খুচ্কি হবেনা।"

শেবে পাকতে না পেরে সুরোক্তা বল্ল,—"এক 'পোগোন্' দেব, এক 'পোগোন' দেব।"

ভারপর স্থরোক্তা স্বরণী কাঠ কাট্ল । কাটা কাঠগুলো তাদের 'কালোং' এর মধ্যে ভর্ল । তারপর সেই 'কালোং' পিচেঠ বেঁধে বাড়ীতে বয়ে নিয়ে এল ।

বাড়ী এনে স্থরণী সেই কাঠ দিয়ে আগুন করল। তারপর উন্নের উপর একটা জলের হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে পিঠের 'পোগোনটা' তার মাথায় বসিরে দিলে। নীচের হাঁড়ির পানি ফুটলে উপরের 'পোগোন্' এর পিঠেন্ডলো ভাপে সেদ্ধ হবে।

হাঁড়ির পানি কুটছে ত কুটছেই। স্থুরোভা সুরণী অধীর হয়ে প্রতীকা করছে, কথন পিঠেওলো সেদ্ধ হবে।

> একটা পিঠে সেদ্ধ হয়,— সুরোক্সা চেখে দেখে। আরেকটা পিঠে সেদ্ধ হয়,— সুরণী চেখে দেখে।

এখন পিঠেগুলো হয়েছে ভারি মজা। একটা খে**লে পরে** আরেকটা খেতে ইচ্ছে হয়।

ভখন আরেকটা পিঠে সেদ্ধ হয়,- স্থরোচ্ছা থায়। আরেকটা

পিঠে কেন্ধ হয়,—সুরণী খায়। পিঠেগুলো উন্নের উপর সেজ হচ্চে আর সুরোহা সুরণী ঢাকনা ফাঁক করে একটা একটা করে তুলে নিয়ে গরম গরম খাচ্ছে।

তারপর আরেকটা পিঠে সুরোক্তা খার, আরেকটা পিঠে সুরণী থার। তারপর আরেকটা সুরোক্তা খার, আরেকটা সুরণী থার। সুরোক্তা একটা খোর। সুরোক্তা একটা খোর। থার আর সুরণী একটা খেলে সুরোক্তা একটা খার।

সুরোছা সুরণী খাচ্ছে ত খাচ্ছেই, খাচ্ছে ত খাচ্ছেই। খেতে খেতে থেতে এক সমর হঠাৎ ভাদের 'পোগোন্' এর তলার হাত ঠেক্ল। পিঠে জার নেই, সব খতম।

ততকণে সুরোক্তা সুরণীর হুঁস্ ফিরেছে। হায় ! এতকণ বাঘের কথা মনেই ছিলনা। সব পিঠে খাওয়া শেষ, এখন বাঘকে দেব কী ?

এদিকে তখন সংক্ষা হয় হয়। আর একটু হলেই আধার দনিয়ে আসবে, বাঘেরও বেরিয়ে আসার সময় হবে! সুরোফা সরণী মহা ভাবনায় পড়ল। গা' হবার তা'ত হয়েই গেছে,— এখন বাঘের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার উপায় কী ? এসেই পিঠেনা পেলে নিশ্চয় তাদের খেয়ে ফেলবে গপা-গপ্!

বেশী ভাবনারও সময় নেই। তাড়াতাড়ি তারা কর্ল কী !
উন্নের উপর থেকে ঝুলছিল একাও একটা লাউয়ের খোলা।
লুকিয়ে থাকার জন্মে স্বেলিয়া সুরণী ছ'লনে এ লাউয়ের খোলার
নধ্যে গিয়ে পেউল।

দেখতে দেখতে আঁধার হয়ে গেল আর বাঘটা অমনি 'হালুম্! হলুম্! 'করে সুরোন্তা স্বনীর বাড়ীতে এসে হাজির, "কই, আমার ভাগের পিঠে কই ?''

কিন্ত না: কই কারুর সাড়া শব্দ ত নেই! সারা বাড়ীটা সেন নির্ম! এ ঘর ও ঘর খুঁজল বাঘ। সুরোকা সুরণী লা-পাতা! না সুরোকা সুরণী, না কোন পিঠে। উন্নের উপর শুধু চাপালো বয়েছে খালি 'পোগোন্টা।

বাঘের তথান ভীষণ রাগ! সুরোক্তা সুরণী বেছায় ফাঁকি দিয়েছে তাকে। হাঁক্ ডাক করে সে কের খুঁজতে লাগ্ল সুরোতা সুরণীকে,—

> সুরোগ্য স্বরণী কই গেলাক্। খালি পোগোর দি গেলাক্॥ সুরোগ্যা সুস্থানী কই গেলাক্। খালি পোগোম দি গেলাক্॥

চারধারে ঘূট্যুটে আধার আর সরময় বাঘের দাপাদাপি ! লাউয়ের শোলার মধ্যে সুরোন্তা স্বরণী কাঁপ্ছে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে।

এখন হয়েছে কী? মেলাই পিঠে খেয়ে সুরণীর পেট গেছে কেঁপে। অনেককণ তার বায় ধরেছে। কোনমতে সাম্লে সুম্লে বেখেছে শুধু বাঘের ভয়ে। শেষে আর থাক্তে না পেরে সুরণী সুরোফাকে বলল কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে,— "ও সুরোফা! আমার বায় ধরেছে।"

সুরোক্যা ত এমনি বাঘের ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে, - সুরণীর



माडेएज्ज (याम कुक स्टाबांका कुन्ने नाएवत निटिंग गड़ना।

শশা তবে চোঝ কপালে তুলে বল্ল, — "চেপে যা,' চেপে যা'! শাড়া পেলেই ঘাড় মট্কাবে।''

কিন্ত কাঁহাতক্ আর পার। যায় ? কিছুক্ষণ যেতেই সুরণী শাৰাধ বশুল কাঁদো কাঁদো হয়ে, — "ও সুরোন্তা! আর পারছিনা। গা চেপেছে, ছাড়বো ?"

মুরোন্তা দেখে অবস্থা খুবই বেগতিক! অগভ্যা বল্ল বুঝে তবে, "ছাড়্বি হ ছাড়্! তবে খুব আন্তে, বাঘটা যাতে না ক্নতে পায়।"

ফুরণী তারপর ৰায় ছাড়তে শুরু কর্ল। প্রথমে খুব চেপে চেপে, মিহি ফুরে, "পিঁ-ই-ই, পিঁ-পিঁ-পিঁ--'' তারপর "পোঁ-ওঁ-ওঁ-, পোঁ-পোঁ-পোঁ-ওাঁ--"

এখন পেটে কী আর চারটিখানি বাতাস জমা হয়ে আছে ? তার উপর পেটের মধ্যে অতগুলো পিঠে হর্দম্ চাপ দিভেছ উপর থেকে। একবার যখন ছেড়েই দেয়া হয়েছে, তখন সুরণীর সাধ্যি কী আর চেপে রাখে ?

তারপর সেই যে বায় ছুটল ভীষণ বেগে, 'ভেঁ৷ ওঁ ওঁ, —ভেঁাদ্-ভোঁদ ভোঁদ, ভটাস্! —' করে মোটর গাড়ীর টায়ার ফাটার মত সে কী বিকট আওয়াজ!

ভার চোটে না,—লাউয়ের খোলা ভেলে – ফ্রোভা স্বনী ছিটকে নীচে পড়বি ত পড়্ – এক্কেবারে বাঘের পিঠে!

আর এদিকে বাঘ বেচারা তার বাপের ছন্মে এমন বিতিকিছি

নয়া সহরের নয়া খবর শুনে টুনট্নী কিন্তু গেল বেজায় যাব্ডে। কী ভয়ানক কথা! জুফান যদি উঠে ত তার ছোট্ট বাসাট্ক কোথায় উভিয়ে নিয়ে যাবে বাতাসের ভোড়ে, ভার পাতাই থাকবে না। কী করে এখন প্রাণটা বাঁচে— ? পাগলের মত টুনট্নীটা এক ছুটে বেরিয়ে পড়ল, কোথায় একট্রানি মাধা গোঁজার ঠাই মিল্বে, তারি খোঁজে।

ট্রট্নীটা হবে। হয়ে ছুট্ছে ত ছুট্ছেই। এদিকে তথন
মক্তবড় এক 'রংরাং'(১) পাখী ইয়া উঁচু এক চিবিদ গাছের মগডালে
বলে তার মেঘের মত পাধ্রা ছটো মেলে, মনের স্থে হাওয়া
খাছিল বিরাট হাঁ করে। ট্রট্নী ভাই ই গর্ভ মনে করে ভাড়াতাড়ি ওটার হাঁ করা মুখের ভেতর 'ফুডুং' করে চুকে গেল, প্রাণ
বাঁচাবার তাগিদে।

ঠিক এ সময়টায় একটা বাঁদর, কার জুম থেকে না জানি, একটা মিষ্টি কুম্ডো চুরি করে কাছাকাছি এক গাছের ডালে নিয়ে সবে আরাম্সে বসে খেতে যাছে, — আচম্কা ওই বিকট আওয়াজটা তার কানে গেতেই কুম্ডোটা তার হাত ফস্কে পড়ে গেল নীচে। আর পড়্বি - ত - পড়্ - — নীচের জমিতে তখন একটা নধর হরিণ কচি যাস খাছিল একমনে, কুম্ডোটা সোজা পড়ল গিয়ে ওটার পিঠের উপরে!

<sup>[</sup>১] এক রক্ষের পাখী। চেহারায় ধনেশ পাখীর মতঃ কিন্তু আকারে অনেক ব্ড।

আর যায় কোথায়! থেই - না - পড়া, হরিণটা বিশ্বম ভয় পেয়ে 'তিডিং ' করে লাফিয়ে উঠেই দে ছুট্! দে ছুট্!!

বেদম ছুট্তে ছুট্তে, – বনের মধ্যে এটাই বড় একটা গোসাপ তথ্যে আরাম করছিল খেয়ে দেয়ে পেট মোটা করে হরিণটা বে-খেলালে মাডিয়ে দিয়ে গেল ওটার কাঁকালে।

গোসাপটা ত যন্ত্রণায় আর রাগে অন্থির! বেদম থেপে গিয়ে সে 'ফোঁস্ ফোঁস্' করতে লাগল আর ভীষণ ভাবে তার লেক আছ ড়াতে লাগল মাটিতে। কিন্তু সে সাম্লে উঠতে উঠতেই হরিণটা তখন চলে গেছে বহুদুরে। এখন আব কার উপর সে গাঙ্কের বালে বাড়ে গুলমনেই ছিল এক মুরগীর বাসা। মেলাই ডিমপেড়ে রেখেছে মুরগীটা তাতে। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে গোসাপটা তার সব কটা ডিম গিলে সাবাড় করে দিল গপা-গপ!

সব দেখে শুনে 'হায়! হায়!' করে উঠ্ল মুরগীটা। ভার সাধের ভিমগুলো,—আর কিছুদিন গেলেই ফুটে বাচ্চা বেরোভ! কিন্তু ভার আর করবার আছেই বা কী ? গোসাপের সঙ্গে সে পারবে কেন? গায়ের স্থালায় থাক্তে না পেরে এক ছুটে সে গেল পি পড়ের বাসায়, আর ভার ডিমগুলো সব থেয়ে দিল ঠুক্রে

বেচারী পিঁপড়ে আর করবে কী ? মুগ্রনীর সঙ্গে ত তার পারবার জাে নেই। ঝোপের ভেতর একটা ওয়োর ওয়েছিল কাত হয়ে,—ভিমের শোকে পিঁপড়েটা তাকেই গিয়ে কাম্ডে দিল, 'কুটুস কুটুস্!!'

শুয়োরটা ত একেবারে লাফিয়ে উঠল কামড় থেয়ে!

ঘাড়ের রোম খাড়া করে 'ঘোঁং-ঘোঁং' করতে লাগল রাগে!
পিঁপড়েটা কিন্তু ততক্ষণে বেমালুম গা ঢাকা দিয়েছে—'ফুড় ফুড়'
করে ঘাসের বনে ঢুকে। এদিক ওদিক হন্দি তন্তি করে কাউকে না
পেয়ে শুয়েরটা কাছের এক জুমে গিয়ে ধান খেয়ে প্রার সাবাড়
করে দিল, বেজায় রাগে।

এত সব কাণ্ড, শুধ্ বলতেই যা' — ঘটে গেল কিন্তু কয়েক পলকে। এখন হয়েছে কী — ? ঐ জুমটা হ'ল গিয়ে এক রাড়ী মেরের। নাম তার ধনপতি। সোয়ামী মারা যেতে পরের দোরে দোরে হাত পেতে থুব কস্টেই করেছে জুমটা এবার। সেই-ই তঃখের ধন কিনা শুকোরে খেয়ে যায়। রাজ্যে কী আর বিচার আচার নেই ? মনের তঃখে বেচারী নালিশ জানাল গিয়ে রাজার কাছে।

আর কী — ? তকুণি শুয়োরের তলব হ'ল বিচারের ছক্তে।

ভরপেট ধান থেয়ে একট্থানি সবে গড়াগড়ি থাচ্ছিল শুয়োরটা,

জলার ধারে নরম কাদায় : রাজার সেপাই এসে তলব দিতে ভেসে

গেল তার আরাম করা। ধড়মড়িয়ে উঠে এসে রাজ দরবারে গিয়ে

হাজির হ'ল সে হস্তদন্ত হয়ে। কাঁদো কাঁদো গলায় বল্লে রাজাকে

— "দোহাই ধর্মাবতার! কন্তর মাপ হয়। আমি মিছিমিছি ধান

খাইনি। পিঁপড়েটা কেন কামড়ে দিল আগে ? তাইতে না আমার
রাগ ধরে যায় আর আমিও এর ধান থেয়েছি।"

রাজা দেখলেন,— 'তাই তে', দোষ তো তাহলে পি পড়ে-টারই! খামোকা চটিয়ে দিল কেন সে শুয়োরটাকে ?'

> কাজেই তলব গেল আবার পিঁপড়ের কাছে। পিঁপড়ে এদে বল্ল,— "হুঞুর! আমার দোষ কী গ

মুরগীটাই ত আগে আমার ডিমগুলো থেয়ে দিল। তাইতে না আমারও রাগ হয়েছিল, আর শুরোরটাকে কামড়ে দিয়েছি।"

রাজা দেখলেন দোষ ত তাহলে পি পড়েরও নয়! স্তরাং তলব করা হ'ল এবার মুরগীকে। সে এসে বল্ল,— "মহারাজ! গোসাপটা কেন আগে খেয়ে দিল আমার ডিমগুলো? তাইতে না আমিও পি পড়ের ডিমগুলো খেয়ে তার শোধ নিয়েছি।"

এমনি করে একে একে রাজসভায় ডাক পড়ল -- স্বার।

গোসাপ এসে কাঁকালের দগ্দগে ঘা দেখিয়ে বলল রাজাকে,
—''এই দেখুন হজুর! হল্লিণটা মাডিয়ে দিয়ে কী হাল করে
দিয়েছে আমার পিঠখানার। এতে কার না রাগ হয় বলুন?
আমিও সাম্লাতে না পেরে খেয়ে দিয়েছি মূরগীর ডিমগুলো।"

হরিণ বলল,— "মহারাজ! বাঁশেরটা কেন অত বড় কুমড়োটা ফেলে দিল আমার পিঠে? তাই ও আমি বেল্স হয়ে ছুটছিলাম ভয়ে, আর অমনি গোসাপটাকে মাড়িয়ে গেছ হঠাং।"

বাঁদর বলল,— ''দোহাই ধর্মাবতার! আমি ইচ্ছে করে ফেলে দিইনি কুমড়োটা। রংরাং পাখীটা আচমকা বিশ্রী ভাবে ডেকে উঠতেই ওটা হাত ফস্কে নীচে পডে গেছে।''

রং রাং বলল,—"মহারাজ! ডাক দিরেছি কী সাধে ? বলা নেই, কওয়া নেই, টুন্ট্নীটা কেন ঢুকতে গেল আমার মুখে ? এতে জাতের ডাক না ছেড়ে কেই বা থাকতে পারে হন্ধুর!"

টুন্টুনী বলল,— "হুজুর! কুণোব্যাওট। কেন মিছিমিছি

ভয় ধরিয়ে দিলে,— তুক্ষান হবে বলে । তাই তো আমি ভরে বেহুঁস হয়ে চুকে পড়েছিলাম এটার মুখে,—গর্ত মনে করে। যা' করেছি হুজুর! ভয়েই করেছি। এতে আর আমার অপরাধ কী ?''

কুণোব্যান্ত কিন্তু বেজায় ধড়িবাজ। তাকে পাওয়া গেলনা অত সহজে। হয়েছে কী—? সারাদিন বনে ধরপাকড় চলছে—রাজার সেপাই এসে হামেশা একে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে – এসব খবর অনেক আগেই পৌছে গেছে কুণোব্যাভের কাছে! তাই আগে ভাগে অনেকটা বিপদের আঁচ পেয়ে সে বেলাবেলি গিয়ে চুকে পড়েছে নিজের গর্তে। মাথাটা একেবারে নীচের দিকে; পা ছটো খালি দেখা যায় অল্প—একট্রখানি।

অনেক খুঁকে খুঁজে রাজার সেপাই এসে গর্তের মুখে ডাকাডাকি শুরু করে দিল,—''কুণোব্যাঙ! হেই কুণোব্যাঙ!-''

শীচের থেকে ভারি গলায় সাড়া দিল কুণোব্যাঙ,--'হজের !"

''বেরিয়ে আয় ব্যাটা! তোর নামে ওয়ারেট আছে!"

তেমনি ভারি গলায় জবাব দিল বুণোবাঙি, + ''ভ্জুর! আমার ভারি অসুথ করেছে। উঃ - হু - হু - একদম মাথাটা তুলতে শারছিনা।''

রাজার সেপাই অধৈষ্য হয়ে বল্ল, "সে সব চলবেনা। রাজার হুকুম, একুনি যেতে হবে! বেরিয়ে আয়ে জল্দি!"

কিন্তু অনেক হাঁকাহাঁকি ডাকা-ডাকিতেও আর ক্ণোব্যাঙ বেরয়না ভয়ে। তথ্য স্বাই মিলে তার পায়ে রশি বেঁধে— 'হেঁই-ও!

अत्रात्रे जिल्ला करणा वारकत्क समि जिल्ला (वैद्यं काळ-एतवाद्र निद्यं शिला।

চেই-ও।" করে টান্তে টান্তে গর্ত্ত থেকে বাইরে নিয়ে এল ভাকে, আর টেনে হিঁচড়ে হাজির করল এনে রাজার দরবারে।

কুণোৰাতের অবস্থা কাহিল। সাফাই গাইবার মত তার ত আর কিস্তু নেই। প্রাণের ভয়ে সে একেবারে রাজার পায়ে আছড়ে পড়ে 'হাঁট মাঁট করে বল্ল কেঁদে, — "দোহাই মহারাজ! ঘটি হয়েছে, প্রাণে মারবেন না। আমি আর কোনদিন কাটকে অমন উড়ো থবর বলবনা। এবারটির মতন কম্বুর মাপ করুন ভ্রুব!"

সদয় হয়ে রাজা বল্লেন,—" যা' বাটো, এবারের মত প্রাণে বেঁচে গেলি। কিন্তু তোর এফটা উড়ো কথায় রাস্থ্যের এতগুলো লোকের হয়রানি হয়েছে,—কিছুটা সাজা পাওয়া তোর নেহাং দরকার, যাতে চিরকাল মনে থাকে। এই! নিয়ে যা' একে; গুণে গুণে পাঁচিণ যা বেত লাগাবি, তারপর যেতে দিবি যেথানে খুণী।"

ভারপর আর কী – ? টান্তে টান্তে জ্লাদ নিয়ে গেল কুণোব্যাঙকে আর স্বাই মজা করে ছুট্ল পিছু লিছু, কুণোব;াঙের সাজা দেখতে।

রাজবাড়ীর উঠোনে ছিল আতিকালের মস্ত বড় এক কাঁঠাল গাছ। কুণোব্যাঙকে তার সঙ্গে পেঁটিয়ে বেঁধে জল্লান তার পিঠে বেত মারতে লাগল গুণে শুণে, —" এক, —ছুই, —তিন, —"

জন্নাদ এক বেত লাগার আর কুণোব্যাঙটা তত কুল্তে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিন্কি দিয়ে তার গা বেয়ে আঠার মত সাদা সাদা এক রকমের ফীর বেরোতে লাগল। এমনি করে পঁচিশ ঘা বেত লাগাতে কুণোবাডের সারা গা ফীরে জব্জবে হয়ে গেল, আর তাই লেগে লেগে, যে কাঁঠাল গাছটার সঙ্গে কুণোবাঙিকে বাঁধা হয়েছিল, তারো গুড়িটা সাদা হয়ে উঠল।

সেই থেকে কুণোব্যাঙের সার। গা উঁচু নীচু ঢিবি ভরা খস্বসে হয়ে গেল আর তথন থেকে কাঁঠাল গাছের গায়েও আঘাত দিলে তারো গা বেয়ে সাদ। সাদা কীর বেরোতে থাকে।

# অমগদ চাক্ষা

ব্যুনেক — অনেকদিন আগে — আমাদের এই পৃথিবীট। ছিল একদম জললে ভরা। মানুষ জন খুব কম, চাক্**মা** তো সারে। কম। চারধারে খালি গিস্গিস্ করছে ধুনো জন্ত ভানোয়ার। সব সময় তাদের ভয়, আর ছিল যথম তথম ভূত প্রেভের দৌরাখ্যি। এখনকার মত ভ্তেরা তথন অত অদেখা হয়ে থাক্তনা, হর হামেশা তাদের দেখা বেত। সঙ্গে হতে না হতে ভূতেরা বেরিয়ে পড়ত দলে দলে। আকাশ একট্থানি মেঘলা হলে তথনও নির্ঘাৎ ছ'চারটা ভূত দেখা যেত দিন ছপুরে। তখনকার দিনৈ সক্ষের পর কোন চাক্মা আর ঘরের যার হতনা। রাতের বেলা কেউ কাউকৈ ডাকলে কিংবা কারো ডাকে সাড়া দিলেই মুস্কিল! তথন ঠিক ওই মান্ত্ৰটার রূপ ধরে নির্ধাৎ একটা ভূত ঘরে এসে উঠবে। কাউকে যদি নেহাৎ রাতের বেলা বার হতেই হয় তথন ইয়া লম্বা একটা মশাল জেলে নেয়। আগুনকে নাকি ভূতেরা ভয় **ক**রে, আর ভয় করে মেইয়্যাশাক। মেইয়্যাশাক যারা খায় তাদেরও ভূত কিছু করতে পারেন। বলে চাক্মাদের বিশ্ব।স∃ঁ ভূত যাতে ধারে কাছে ঘেষতে না পারে তাই চাক্মারা তথনকার দিনে মেলাই মেইয়া শাক বুনে দিত ঘরের আশে পাশে। কাউকে ভূতে তাড়া

করলে একবার যদি মেইয়া শাকের বনে ঢোকা যায়, তথন আর ভূতের বাপের সাধ্যি নেই তাকে ধরে। মেইয়া শাক অনেকটা মূলো শাকের মত। খাওয়া যায়, তবে মূলে। হয়না।

ভূতেরা কিন্তু তকে ওকে থাকে। কে কোথায় একলা রয়েছে, কোথায় আঁধার একটু ঘন, আর একটুথানি সুযোগ পেলেই কাউকে দিল বিষম ভয় থাইয়ে, যাতে সে ৰেচারার দাতকপাটি লাগে। যে ভয় পায়না তাকে কিন্তু আবার উল্টে ভূতেদের বিষম ভয়। ভেদী একরোখা আর বদমেজাজী লোকদের ধারে কাছে আসতে সাহস পায়না ভূতেরা। চাক্মা কথায় এদের বলে 'অমগদ'।

একবার এমনি এক 'অমগদ' চাক্মা গেছে কাটুনে (১) ভার বউকে একলা রেখে। একদিন যেতে—ছ'দিন যেতে—তেরান্তিরে এক ভূত এসে হাজির খবর পেয়ে! বৌটা বেদিকে শোয় সেদিকের বেড়া ফুঁড়ে কালো লোমশ হাতখানা চুকিয়ে দিয়ে বলল সে,— ''এঁই নেঁ, এঁটুগানি দেঁ দিকিনিঁ চুল্কেঁ!'

বেটা ত প্রথমে বেড়ার ফুটো দিয়ে তাকে দেখেই ফিট্
একেবারে!

"বদা পারাহ্ পারাহ্ চোথ!

মূলা পারাহ্ পারাহ্ দাত!!

কুলা পারাহ্ পারাহ্ কান!!!

তাকুআবা পাণাহ্ পারাহ্ কেচ!!!!"

ভুতটার ডিমের মত ইয়া বড় ডাবেডারে চোখ, মূলোর মত দাঁত, কুলোর মত বড় বড় কান আর টাকুর মত একখানা লোম!

<sup>(</sup>১) বাৰসার উদ্দেশ্যে দূর বনে গিয়ে বাঁশ, গাছ ইত্যাদি কেটে নিয়ে আসা।

এতে কার না ভিরমি হবে ? বোটার মৃচ্ছো ভাঙে আর ভৃতটাকে দেখে আবার ফিট ! মৃচ্ছো ভাঙে, ভূতটাকে দেখে আবার ফিট ! এমনি করে মৃচ্ছো যেতে আর মৃচ্ছো ভাঙতে ভূত দেখা তার গা সহা হয়ে গেল এক সময়। শেষে আর ভিরমি বায়না। ভূতটা কিন্তু ঠায় দাঁডিয়ে আছে সেই তথন থেকে, হাতথানা চুকিয়ে দিয়ে। এতক্ষণে বোটাকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাতে দেখে বল্ল সে,—"নেঁ তাার ভ্র খাস্নে, কিঁছে, কঁরবোঁনা তোঁকে। এঁট্যুখানি চুলুকেঁ দেঁ হাতথানা, ভারি চুলুকোঁচ্ছে।"

বৌ বেচাঝী কী আর করে ? ভূতের হাতথানা নিয়ে তথন আতে আতে চুলকোতে থাকে সে। তথন কোথায় ঘুম আর কোথায় কী ? ভূতটার এ হাতের চুলকানি সারে ত ও-হাত বাড়িয়ে দেয়, সে হাতের চুলকানি সারে ত ফের এ-হাত বাড়িয়ে দেয়। তথন এই করে করেই ভোর। আর গাছে গাছে পাথ পাথালীর সাড়া জাগতে দিনের আলো ফোটার সাথে সাথে ভূতটা তথন হাওয়া হয়ে গেল একেবারে।

এরপর থেকে ভূতটা এসে হাজির হয় রোজ রাভিরে। পূর থেকে জিজেস করে আগে বেটিকে, - "এঁটাই, ভোঁর জাঁমাই ফিরেছেঁ ?"

বেটি। 'না' — বল্তে ভ্তটা হাতথানা বাড়িয়ে দেয় বেড়ার ফুটো দিয়ে আর বলে,—" নে তবে এটি খানি চুল্কে দে।''

এই করে রোজ ভোর হরে যায় আর ভূতটা যথন মিলিয়ে যায় হাওয়া হয়ে তখন বেটার চুল্কানো থামে। এমনি করে বেটা হ'চোখের পাতা এক করতে পারেনা রোজ রাত্তিরে। কয়েক

দিন যেতে সে ব্যে আর ভয়ে ভাবনায় কাহিল হয়ে গেল একেবারে।
শেযে তার স্বামী যখন ফিরে এল কাটুন থেকে তখন সে একদম
হাড় জিরজিরে হরে গেছে। সব দেখে শুনে তার স্বামী ত গেল
বেজায় কেপে! রোস দেখাচ্ছি মজা ভূত ব্যাটাকে! বৌকে বল্ল
সে, — "ভাখ সে ব্যাটা যদি আজ আসে বল্বি, আমি ঘরে নেই।
তারপর ভূত বানিয়ে ছাড়িছি তাকে।"

বৌটার স্বামী তথম শান্ দিতে বস্ল তার তাগল্ (দা) থানায়, 'কেজেরেথ্ কেজেরেথ্! কেজেরেখ্, কেজেরেথ্!' শান্ দিতে দিতে সেটা যথম সাদা ঝক্ঝকে হয়ে 'ছিম্ছিমে' ধার উঠ্ল, তথম রেখে দিল শোবার ঘরে। দিনমামে সে নিজেও আর বার হলনা ঘর থেকে পাছে ভূতটা তাকে দেখে ফেলে। রাভিরে থেয়ে দেয়ে ভার বৌ ঘরে ভতে গেল আর সে রইল ঘাপ্টি মেরে বেড়ার ধারে হাতে 'তাগল' নিয়ে। একট বাদে ভূতটার সাড়া মিলল বাইরে, — "এঁটাই ভোঁর জাঁমাই ফি'রেছেঁ।"

বোটা 'না—' বলতেই ভূতটা রোজকার মত নির্ভয়ে হাত-খান) বাভিয়ে দিল বেড়ার ফুটো দিয়ে। আর যায় কোথায়! "এঁট্রখানি চুলকেঁ দে'—' বলারও আর ফুরস্থ পেলনা সে, বোটার স্বামী একটি কোপে ভূতের হাতথানা কেটে রেখে দিল ভূ'ভাগ করে।

"হাঁট, মাঁট'—করে ভুতের তথম কী চেল্লানি! কী চেল্লানি! ব্যুণায় চাঁচায় আর ওদের শাসায়, — 'পাঁতা আঁন্তে ভাঁসলোঁ যেঁয়ে দেঁখিস্ঁ, লাঁক্ড়ি আঁন্তে যেঁয়ে দেঁখিস্ঁ! কাঁকড়া খুঁজতে যাঁবিনি ভোঁরা কোঁনদিনৈ গ তাঁখন দেঁখ্বি মজা, ভুঁতের সাঁসে চাঁলাকী!

ভূতটা যত লা লাকাক কেনির কামী তক্ত রাজে কৃষ্ণতঃ গালে। অমগদ চাক্মা আর কাকে বলে ? তথু কাধার কাত বলেই, ককে। হাজার হোক, জাধারে ভূততক্ত দাপট বেনী। আর আধারে ভূত দেখাই যায় না, লড়বে কার সঙ্গে ?

এখন একটা কথা হল কী—! ভুতেরা মেলাই 'তাগল,' জ্য় করে। কারো হাতে 'তাগল,' থাকে ত তখন সে একাই একশো ভূতের কাছে। ভূত তখন আর জার কাছে ঘেঁষেনা ভয়ে। কিন্তু খবরদার! হাতের 'তাগল,' এ একটুখানি আগুন ঠেকিয়েছ কী মরেছ! তখন আর কিছু ভয় পাবেনা ভূতেরা। আগুন ছোঁয়ালে 'তাগল,' নাকি মরে যায় আর তা' দিয়ে সারাদিন কোপালেও ভূতের কিছু হবেনা তাতে।

অনেক্ষণ দাপাদাপি হন্বিতম্বি করে ভূতটাত এক সময় গেল ফিরে, পরদিন না ভোর হতে; সকাল সকাল থেয়ে দেয়ে বিটার স্বামী জঙ্গলে বাব হল হাতে 'তাগল্' নিয়ে, ভূতটা যেখানে যেথানে যেতে শাসিয়েছে ঠিক সেখানে সেখানে। তখন মেলা লোকও গেছে জঙ্গলে। কেউ পেত্যাপাতা, বুনো কলাপাতা ভূল্ছে, কেউ বা কাঠ কুড়োচ্ছে এখানে সেখানে জট্লা বেঁধে। তাদেক স্বাই কী আর মানুষ গ অনেক ভূতও মিশে আছে তাদের সাথে মানুষের রূপ নিয়ে। ওরা শুধু পাতা ভোলার, কাঠ কুড়োন্দেনার ভান করে আর তকে তকে থাকে। একলা একলি কাউকে পেলে অমনি তার ঘাড় মট্কে দেবে।

উঁ- হুঁ — ভুতটার কিন্তু দেখা নেই ধারে কাছে। না পাতা তোলাদের দলে, না কাঠ কুড়ুনোদের মাবো। মানুষ হোক আর ভুত্তই হোক, একদর স্বার ছুটো করে হাত রয়েছে। তথ্য সে তাদের ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে গেল ছড়ার উভানে, মেথানে আরো অনেক লোক কাঁক্ড়া ধরছে। গেতে - সেতে - যেতে — ছড়ার প্রার্থ সেই শেষ মেখানে, ছ'ধারের বাঁশবন এপাশে ওপাশে হেলে পড়ে দিনের বেলায়ও একট্থানি আঁধার মত হয়ে আছে, — দেখা গেল, একটা লোক — চুলগুলো নাঁক্ডা নাঁক্ড়া, — একলা একলি সেখানে কাঁক্ড়া ধরছে। কাঁক্ড়ার গর্তে একখানা হাত চুকিয়ে ছোট্ট ছড়ার প্রায় সবটা জুড়ে বসে আছে সে। বেটার স্বামী কাছে গিয়ে ধমকাল তাকে, — এটাই, কী কচ্ছিস্ এখানে ?"

লোকটা চোধ তুলে ভাকাল তার দিকে। ছটো চোথই মরার মত সাদা ফ্যাকাসে। মিন্মিনে গলায় বল্ল ভাকে,—
"দেখছিস না কাঁকড়া ধরছি ?"

" তবে ও-হাতখানা বার কর**্দিকি গর্তের ভেতর থেকে** –।"

"উ ভ —'' লোকট। মাথ। বাাকাল আর বিড় বিড় করে বল্ল — "কাক্ড়াটা কানড়ে দিয়েছে, অনেককণ হাতটা বার করতে পারছিনা কিছুতে।''

এতক্ষণে বেটার স্বামী ভূতের চালাকী ধরতে পেরেছে। বাট্ করে তার চূলের বাটিধরে এক বাট্কায় টেনে তুল্ল তাকে। আর কোথায় হাত! কন্তব্যের উপরে কাটা হাতের বাকী অংশটা খালি সেখানে বাল্ছে লট্পট্ করে। তথন আর দেরী কীসে! 'তাগলের' একটি কোপে ভূতের মুঞ্টা আলাদা হয়ে এল ধড় থেকে। তথন সেই 'অসগদ' চাক্যার রাগ থামে।

লোকটা গাঁষে ফিরে পখন সব কথা বল্ল স্বাইকে, ভার

পরের দিন স্বাই সঙ্গা করে দেখতে গেল ভূতের লাশটাকে। কিন্তু কোথায় লাশ ? তার ভায়গায় পড়ে আছে শুগু একটা মরা দাঁড়-কাক! তবে কিনা গলাটা তার হ'ভাগ করে কাটা।

তথন থেকে ভূতের। সেই যে লুকিয়ে গেল ভয়ে, এখন তুণু আড়ালে আবডালে ভূতের শক সাড়া নিলে। ভূতের ভর্টা আছে, তবে কশ্চিং কারো ভূতের দেখা মিলে। আসলে ভূতেরাই আর আগের মত বার হয়না ভয়ে। কী জানি কোথায় কোন 'অমগদ' চাক্মা আছে আর একট্থানি কম্বর হলেই অমনি 'ব্যাচাং—' করে দেবে মুগু উড়িয়ে!

#### 

ত্য — নেক কাল আগের কথা। মানুষ আর পশুপার্থী সবাই তথন পাশাপাশি বাস করত: একে অপরের কথা বুঝতে পারত। মানুষও তথন ছিল বুনো। সবে গাছের কোটর ছেড়ে ঘর বাঁধতে ত্রুক করেছে। পায়ে পায়ে তথন তার হোঁচট খাবার ভয়। সেকালের বুনো মানুষই ঠেকে শিখতে শিখতে একালের মানুষে এসে ঠেকেছে।

সেকালে বাস করত এক বুড়ো আর এক বুড়ী। তাদের এক ছেলে। তিনকাল গিয়ে যখন সবে এককালে ঠেকেছে, সেই সময়ে বুড়ীর কোলে এল ছেলেটা।

একদিন বুড়ো আর বুড়ী কুড়িয়ে পেল কয়েকটা কচু। বুড়ী বল্ল,— "বুড়ো! আমরা এগুলো খা'ব।"

বুড়ে। বল্ল,— "আরে না না,— এগুলো মাটিতে রু'য়ে বাড়িয়ে নিই আগে। তারপর কিছু খা'ব আর বাড়তিগুলো ফের রু'য়ে দেব।"

া কিন্তুকী করে কইতে হয় বৃড়ো ৰুজী কেউ জামে না। তবু তারা বলের একধারে বড় বড় গাছতলো কেটে ফেল্ল, আর ঝোপ ঝাড় কেটে জঙ্গল সাফ্ করতে লেগে গেল। জমি বার করে নিতে হবে অ'গে।

বুড়ো বুড়ী জঙ্গল সাফ্ করতে লেগেছে আর অমনি তাদের সাড়া শদ পেয়ে একপাল কোতৃহলী বাঁদর এসে চারধারে গাছের মাথায় বস্ল,—আর উকি বুঁকি মেরে দেখতে লাগ্ল বুড়োবুড়ীর কাও। কিন্তু অনেকণ দেখে দেখেও তারা বুঝতে পারলনী বুড়োবুড়ী কী কর্ছে। শেসে থাক্তে না পেরে পালের গোদা বাঁদরটা নীচের ভালে নেমে এসে বল্ল,— "ও ঠাক্দা। ও ঠাক্মা। ভোমরা কর্ছ কী ?"

বুড়ো বলল, — ''আমরা কচু রু'য়ে দিচ্ছি।''

এখন পালের গোদা বাঁদরটা ছিল ভারি ধড়িবাল। কচ্র নাম শুনতেই চট করে একটা ফন্দি এসে গেল তার মাথায়। ভাল মানুষের মত সে বলল, — "আ - হা - হা! ওরক্ম করে কী কচ্ রোয় ?

वूरफ़। वलल, - "তবে वलन। मा जि, की कत्र करेट हश ?

বাঁদর বলল, — "আরে ঠাকুর্দা! বুড়ো হলে — এটুকুও জাননা? কচু রুইতে হলে আগে ভাল করে সেদ্ধ করে নিতে হয়। তোমাদের মান্ষেরা এ-ত সবাই জানে। নুইলে যে বেভায় গলা চুলকোবে।"

पुष्णा आत पुष्णी भरन कतल, – इरव ७ वा।

ভারপর তার। কচ্**ও**লো ফের বাড়ী মিয়ে এল আর একট। হাঁড়িভে দিয়ে থ্ব করে সেদ্ধ করে নিল। তারপর সেই সেদ্ধ কচ্গুলো প্র ভাল করে মাটি চাপা দিয়ে পুঁতে দিয়ে এল মাঠের মধ্যে।

বৃড়ো বৃড়ী খুব খুণী। নতুন খেতি করার খুণীতে সারারাত তাদের ভাল করে ঘুমই হলনা। পরদিন ভোর না হতে তজ্জনে ছুটল মাঠে, কচ্গুলো কতদ্র গঞ্জিয়েছে—দেখতে।

আঃ পোড়াকপাল। মাঠে পৌছে বুড়ো বৃড়ীর চোথ ত ছানাবড়া। ভাদের অভ সাধের কচ্গুলো রাত্তিবেলা কীসে থেয়ে গেছে, মাটি থেকে ভূলে ভূলে। খোসাগুলো শুগু ছড়ানো রয়েছে এখানে, ওখানে – মাঠের চারধারে।

বুড়ো বুড়ীর আর বুঝতে বাকী রইলনা, — কা'দের কীন্তি এটা। হারামজাদা বাঁদর! এই জন্মে বুঝি ভাদের বৃঝিয়েছে, — 'কচ্গুলো সেদ্ধ কর্তে হবে!' রোস, ভোদের মজা দেখাচ্ছি।

তারপর বৃড়ো আর বৃড়ী ফন্দি আঁট্তে লাগ্ল হ'ভনে —
কী করে জন্দ করা যায় বাঁদরগুলোকে। অনেক সলা পরামর্শ হ'ল
এ নিয়ে ভাদের মধ্যে। তারপর একদিন বৃড়ো সকাল হতেই মড়ার
মত পড়ে রইল ঘরে চাদর মুড়ি দিয়ে। কাপড়ের নীচে নিলে শক্ত
একটা কুড়ুলের বাঁট। তার পাশে বসে বৃড়ী কারা ভুড়ে দিল
'হাঁট মাঁট করে, —" ওগো! আমার এ কী হল গো! ওরে ও
নাজিরা! ও নাত্মীরা! ভোরা আয়! দেখে যা,'—ভোদের
ঠাকুদা আমায় ফেলে চলে গেছে। ও: - হো - হো — আমি কী
করে থাক্ব গো!"

নাত সকালে উঠেই বুড়ীর মড়া কার। ওনে বাদরওলো একটা হটো করে এসে উকি দিতে লাগ্ল বুড়োর ঘরে। ভাদের আস্তে দেখে বুড়ী আবার দ্বিশুণ কারা ভুড়ে দিল,—"ওগো! আমার এ কী হ'ল গো - - - !"

বাঁদরগুলো দেখে, অনেক্ষণ ধরে বুড়োর মড়াচড়ার নাম নেই।
সভ্যি সভ্যি মহেই হয়ত: গেছে লোকটা। তথম তারা একে একে
এসে চুক্তে লাগ্ল ঘরের ভেতর। পিল্ লিল্ করে জমায়েত
হতে লাগ্ল বুড়োর চারপাশে ভিড় করে। এল পালের গোদা
বাঁদরটা, এল কাঠবেড়ালী; এল আরো অনেকে।

বুড়ী কিন্তু চোথে কাশড় দিয়ে কেঁদে চলেছে সমাসে। 'হাউ হাউ' করে কাঁদে আর আছে আড়ে চায়,—কত বাঁদর জমা হল এসে।

বৃড়ো মরেছে দেখে পালের গোদা বাঁদরটা খুব খুনী।

আহলাদে আটখানা হয়ে সে লাফ শাঁপে খেতে লাগ্ল আর বগল
বাজিয়ে গান ধরে দিল,—

"অজং চং! মজং চং!! বুজ্যা মলে, বুড়ীরে লং।"

বাংলা: - ' অজং চং! মজং চং!' বাঁদর বেড়ায় ডেকে, বুড়ো মলে এবার বুড়ীরে কর্ব নিকে।

কাঠবেড়ালীর মনে কিন্তু সন্দ। হাজার হোক্, বনের সব-চেয়ে সেয়ানা আণী হ'ল সে। লেজ ফুলিয়ে, ঘাড় ছলিয়ে সবাইকে সে হ'শিয়ারী দিতে লাগ্ল বারে বারে,— "তেদেক্তেক্! তেঁদেক্তেক্! ভাঙা কুলা লই পিধা তেক্, বুড়ী কৰালত বুড়া নেক। তেদেক্তেক্! তেদেক্তেক্!"

বাংলা: — ভেদেক্ ভেক্! ভেদেক্ তেক্!
ভাঙা কুলোয় পিঠে চাল.
বুড়ো জামাই বুড়ীর কপাল।
তেদেক্ ভেদেক্! তেদেক্ তেক্!

বৃড়ী দেখে, এই-ই সুযোগ। বাঁদরের পালের আর একটিও
শাস্তে বাকী নেই। সবাই এসে জমেছে বুড়োর চারধারে। এখন
ঠারে ঠোবে কথাটা জানিয়ে দিলেই হয় বুড়োকে। তারপর যেমনি
কাঁদ্ছে তেমনি কালার সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে বল্তে থাকে সে,—

" থুরলঅ আঘার পাগাল্লে !
ব্জ্যা উপ মাগেল্লে - !"

বাংলা: —কুড়ুলের বাঁট পাকিয়ে,
বড়ো উঠ্তে মাগে – রে !

র্জীর ইসারা পেয়ে বৃজো এক লাফে দাঁড়িয়ে পজ্ল হাতে কুড়ুলের বাঁটঝানা নিয়ে। তারপর চারধারে বাঁদরগুলোকে 'দমা-দম্, দমা-দম্—' আথালি পিখালি সে কী মার! একটা মোটে দরজা, তা'ও চেপে বসেছে বৃজো। বাঁদরগুলো বেরিয়ে আসার পথ পায়না। বেদম মার খেতে গেতে এক একটা বাঁদর 'ফুড়ুৎ, ফুড়ুৎ-' কঙ্গে বৃজ্যের পায়ের ফাঁকে গলিয়ে গেতে লাগ্ল আর গ্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল!

একটা বাচ্চা মাদী বাদর হুড়োহুড়িতে পালাবার পথ না পেয়ে ঢুকে পড়েছিল উন্নের ধারে একটা লাউয়ের খোলার মধ্যে,— বুড়ী বেটাতে নুন রাখ্ড। ঢুক্বার সময় ঢুকেছে সুড়ুং—'করে, বেরোবার বেলায় কিন্তু আর পারেনা। লাউয়ের খোলাটা বেন চেপে বসেছে চারপাশ থেকে। অনেক চেষ্টা চরিজ্রির করেও ববন বেরোন গেলনা, নিরুপায় হয়ে চুপ্চাপ্ বসে রইল বাচ্চাটা সেটার ভেতর ।

জপুরে ব্ড়ী রাঁধতে গিয়ে দেখে,—ওমা! লাউয়ের খোলাটা হাতই ঢোকেনা,— তুন নেবে কী ? খালি নরম নরম কী যেন একটা ঠেক্ছে হাতে। ব্ড়ী ডাক দিয়ে বল্ল বুড়োকে,—"ও বুড়ো! দেখনে, খোলাটার মধ্যে এটা কী ?"

তাড়াতাড়ি বুড়ো এসে দেখে — সত্যিই ত ! কী যেন একটা চুকেছে খোলার মধ্যে!

তথৰ বৃড়ো বলে,— " এটা কী ?"

আর বৃড়ী বলে,— " এট। কী ?"

কোন কিছু হদিস্ কর্তে না পেরে শেষ মেষ ভেঙ্গেই ফেল্ল তারা লাউয়ের খোলাটা,— আর সাথে সাথে বেড়িয়ে পড়্ল কিনা একটা বাঁদরের ছানা! ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে 'ফ্যাল্ ফ্যাল্'— করে তাকিয়ে আছে সেটা। ব্ড়ো আর বৃড়ী যেই মার্তে গেছে তাকে, বেচারী প্রাণের ভয়ে একেবারে লুটিয়ে পড়্ল তাদের পায়ে,—
"দোহাই ঠাকুদাঁ! দোহাই ঠাক্মা! আমায় প্রাণে মেরোনা।
আমি তোমাদের বাঁদী হয়ে থাক্ব। তোমাদের ছেলে আগ্লাব

দোল্ৰা দোলাব ; ভোমাদের কিস্ফু বল্তে হবেৰা, সৰ কাজ করে।
দেব।

ভার কাকৃতি মিনতি দেখে বুড়ো-বুড়ীর আর হাত উঠ্লনা।
বিশেষ করে নেহাং বাচনা বলে এক টুখানি হয়তঃ মায়াও পড়ে গেল ভাদের। সেই থেকে বাচনটা রয়ে গেল বুড়ো-বুড়ীর সংসারে। খায়, দাং, ঘরের কাজকর্ম করে, আর বুড়ো-বুড়ী জুমের কাজে গেলে ছেলেটাকে আগ্লার। দোলনায় রেখে মুম পাড়ায়।

এমনি করে দিন কাটে -

এখন হাজার হোক্ বাঁদর ত ? থাক্তে থাক্তে এক সময় বদ থেয়াল এসে গেল তার মাধায়। একদিন ব্ডো-বুড়ী গেছে জুমের কাজে, আর বাঁদরী বসে বসে ছেলে আগ্লাচ্ছে। এদিকে ঘরে রয়েছে একরাশ কলা,—সবে পাক্তে স্কুকরেছে। হঠাৎ কী খেয়াল হ'ল,—খুব ভোরে সে একটা চিম্টি দিল ছেলেটাকে। সেটা ডুক্রে কেনে উঠ্তেই বুড়ো বুড়ী 'হৈ-হৈ—' করে ডাক দিল ছুজ্নে,—বাঁদরা। ছেলেটা কাঁদে কেন বে ?"

তাড়াতাড়ি জবাব দিল বাঁদরী,— "কলা থেতে চাচ্ছে।" বুড়ো আর বুড়ী বলে,— "তা দে'না হুটো ছিঁছে।"

এখন অত ছোট ছেলৈতে কী আর কলা খেতে পারে? আসলে বাঁদরীই কলা খেয়ে নিল এই ফাঁকে, আশ মিটিয়ে।

এরপর বাঁদরীর সাহস বেড়ে গেল অনেকথানি। ক্রমে সে নিত্যি নিত্য চিম্টি কেটে কাঁদাতে লাগ্ল ছেলেটাকে আর বুড়ো- বৃড়ী জিভেনে করলে, 'এই খাবার বায়না ধরেছে, পাই খাবান বায়না ধরেছে—'বলে যা'নয় ডাই-ই বলে। মোট কথা বাঁদরীর যা' যা' খেতে ইচ্ছে করে বানিয়ে বানিয়ে সে ডাই-ই বলে দেয় আর ছেলেটার নাম করে সে নিজেই খায়।

বত দিন বায়, বাঁদরীর নষ্টামিও ভত বেড়ে চলে। এদিকে বুড়োর হ'তে সেদিন তার জাত ভাইদের লাগুনার কথা সেও ভার মনে আছে। আরেক দিন বাঁদরী যেই কাঁদিয়ে দিয়েছে ছেলেটাকে বুড়ো বুড়ী অমনি 'হৈ হৈ—' করে উঠ্ল ছজনে,— "বাঁদরী! ছেলেটা কাঁদে কেন রে—''

"বীজের মুরগীটা খেতে চায়"—ভাড়াভাড়ি জবাব দিল বাঁদরী।

বুড়ো বুড়ী বল্ল,-" তা' দে-না কেটে পাক করে থেতে দে।"

তথন বাঁদরী একট। ধারাল দাও নিয়ে এক কোপে কেটে ফেল্ল ছেলেটাকে, আর কুচি কুচি করে কুটে রেঁধে রেখে দিল বুড়োব্ড়ীর জন্তে। তারপর একটা বালিশের গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়ে ছেলের মত করে দোল্নায় সাজিয়ে রেখে চুপ্চাপ্ দোলাতে লাগ্ল যেন কিছু হয়নি।

হপুরে বুড়ো আর ব্ড়ী থেতে বসেছে কাজ থেকে ফিরে।
পাতে নিয়েছে মাংস। হজনে হ'গরাস্ সবে মুথে নিয়েছে—এমনি
সময় বাঁদরী এক লাফে একটা গাছে চড়ে বুড়ো বুড়ীকে বল্ল
ডেকে, – "ও ঠাকুদা। ও ঠাকুমা। ভোদের ছেলের মাংল ভোদের
খাওয়ালাম, কেমন মন্ধা। কেমন মন্ধা।"

বুড়ে। সার প্রী ছন্ত্রনে শুনে ত একেবারে থ ! এ কী বলে বাদরী, কী বলে ? মুখের গরাস্ তাদের মুখেই রইল, — ছুটল ছন্ত্রনে তাড়াতাড়ি দোলনার দিকে। গিয়ে দেখে, দোলনার ছেলে নেই। কোথায় গেল ছেলেটা ? পাগলের মত ছন্ত্রনে আঁতিপাঁতি করে বুঁজ্তে লাগ্ল ছেলেটাকে বার বার, ঘরের কোণায় মাচার নীচে — বাড়ীটার আশোপদশে — স্বখানে। কিন্তু কোথাও নেই ছেলেটা।

এক ট্থানি হু স্ ফির্তে হুজনে ছুট্ল আবার রারাঘরে।
মাংস পাক করা হাঁড়িটার ঢাক্না তুলে দেখে—হায়! হায়!
হায়! সতি তে তাদেরি ছেলের মাংস! হাত পায়ের আকুল,
মথ সব দেখা বাজে। বুড়ো বুড়ীর তখন 'ভয়াক্, খুং'! ভয়াক্ খুঃ!
সে কী বমি করা ধুম্ পড়ে গেল! বমির চোটে একেবারে শেটের
নাড়িছু ড়ি পর্যান্ত বেরিয়ে আসার জোগাড়!

একট্থানি সামলে উঠ্তে, কাঁদতে বস্ল বৃড়ী ছেলের শোকে। আর বৃড়ো,—ভীষণ রাগে, বাঁদরীকে ধর্বার জভে, যে গাছটার সে চড়ে বসৈছিল—সেটার গোড়া কোনাতে বসল একখানা কুডুল নিয়ে।

বাঁদরী বসে আছে চুপ্চাপ্। মিটিমিটি চায়—দেখে; কত-থানি কাটা হ'ল গাছটার। কাট্তে কাট্তে গাছটা যেই পড় পড় বঙ্গেছে, অমনি বাঁদরী এফলাফে সেটা ছেডে চহড় বস্ল আরেকটা গাছে।

বুড়োর মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। পাগলের মত সে ছুট্ল আবার নতুন করে সেই গাছটা কাট্তে। কাট্তে কাট্তে

সেটাও যখন পড় পড় হরেছে, অমনি আবার এক লাফে বাঁদরী পার হয়ে গেল অন্ত গাছে। এমনি করে বেশ করেকটা গাছ কাট্তে ব্ড়ো শেষে হাঁফিয়ে পড়্ল একেবারে। তখন ছেলের শোকে,—আর তারো বেশী কিছুই করতে না পারার হৃঃথে, মাধার হাত দিয়ে কাঁদতে বস্ল বুড়ো 'ছ ছ—' করে।

সেই থেকে বুড়ো আর ব্ড়ী একেবারে খাাপা হয়ে রইল বাঁদর ছাতটার উপর। রোজ গুজনে সলা পরামর্শ করে,— কী করা বার এদের নিয়ে।

## এমনি কুরে দিন যায়।

তারপর বেশ কিছুকাল পর একদিন সকাল বেলা বুড়ো হাঁক ডাক করে বন থেকে একরাশ বাঁশ কেটে এনে ফিল্ল উঠোনে! এক একটা বাঁশ লম্বাল্যি চিরে ফালি ফালি করে নিল প্রথমে। তারপর সেগুলো চেঁছে ছুলে এক একটা কঞ্চি তৈরের করতে লাগল বসে বলে।

অনেক দিন পর বুড়োর সাড়া পেয়ে বাঁদরগুলো আবার আগের মত ঝাঁক বেঁধে এসে বুড়োর বাড়ীর চার পাশের গাছগুলো ছেয়ে ফেল্ল। বসে বসে দেখতে লাগল একমনে, বুড়ো আবার কী করে।

বৃড়ো নিজের মনে কাজ করছে ত করছেই। বাঁদরগুলোর দিকে একবারও তাকায়না ভূলে। ক্রমে সব কটা কঞ্চি চাঁছা হয়ে গেল, আর সেগুলো দিয়ে বৃড়ো ব্রডে লেগে গেল লম্বা মৃত প্রকাণ্ড একটা কী।

পালের গোদা বাঁদরটা আর কোতৃহল চাপতে পারলনা। আগের মতই নীচের ডালে নেমে এসে ডাক দিয়ে বলল ব্ডোকে,—
"ও ঠাকুদা। করছ কী?"

আড় চোঝে একট্থানি তাকিয়ে বুড়ো বলল গন্তীর হয়ে,—
''কী দরকার তোর সে খবরে ?''

বাঁদরটা ফের মিনতি করে বলে,— "আ-হা-হা! চট্ছ কেন ঠাকুদা! আমরা ত আর ওটা নিতে বাচ্ছিনা। বলই না ছাই! কী হবে ওটা দিয়ে গ"

বুড়ো একট্থানি নড়ে চড়ে বসল এবার আর গলা থাঁকারি দিয়ে বলল,—''ভানিস্নি বুঝি ? ফুঃ! তোরা হলি বাঁদর, জানবিই বা কোথেকে? সামনেই তুফান আসছে,—খুব জবর তুফান! এপারের লোক ওপারে নেবে, এগাছের ছাল ওগাছে লাগবে,—মাটি পির্থিমি তুভাগ হয়ে বাবে। আমরা কিন্তু সে সময় আরামসেবসে থাকব এটার ভেতর চুকে। কুটোটি পর্যান্ত গায়ে লাগবেনা।

বৃড়ে। কিন্তু আসলে বুনছিল, অনেকথানি লম্বা প্রকাণ্ড একটা গোল মাছ ধরার চঁটে,—বার মাথায় থাকবে একটি মাত্র পশুর্। পাড়াগাঁয়ে এগুলো হামেশা দেখা বায়। এর ভেতর কিছু খাবার টাবার দিয়ে কাছি বেঁধে গভীর ছলে ফেলে রাখে। ছু'তিম দিন পর মাছ চুকেছে মনে হলে জনা কয়েক লোক মিলে, 'হেঁই-ওঁ! হেঁই-ওঁ! করে বশিতে টান দিয়ে ওটাকে ডাকায় টেনে তেলৈ।

বুড়োর কথা শুনে আর থাক্তে পার্লনা বাঁদরটা। 'ঝুপ' করে গাছ থেকে নেবে একেবারে বুড়োর সামনে হাত ছোড় করে — দাঁড়াল এনে,— "দোহাই ঠাকুদা। আমাকেও নিতে হবে তোমাদের সঙ্গে। নইলে নিগ্ঘাৎ প্রাণে মারা পড়্ব।"

দেখা দেখি অমনি 'ধুপ! ধাপ!—' শক হতে লাগ্ল চারধারে, আর সব কটা বাঁদর এসে ভিড় করে দাঁড়াল বুড়োর চার-পাশে,— "দোহাই ঠাকুদা! আমাদেরও নিতে হবে। দোহাই তোমার, আমাদেরও নিতে হবে।"

বুড়ো ৰল্ল ঠোঁট্ বেঁকিয়ে,—" ঈঃ! কী আমার সাধের কুট্ম রে! আমাদেরও নিতে হবে! যভো সব ৰজ্জাতের ধাড়ি! যাঃ, যাঃ,—মেলাই বক বক করিসনা।"

তথন সর বাঁদর একেবারে কেঁদে পড়ল বুড়োর পায়ে,—
দোহাই ঠাকুদা ! আমরা আর কোনদিন লাগতে আস্বনা তোমার
সঙ্গে। এই নাক মল্ছি, এই কান মল্ছি, এবারটির মত মাফ করে
দাও।"

বুজো তখনও যেন একট্থানি নাখোশ নাখোশ এমনি ভাব দেখিয়ে নিমরাজী গোছের করে বল্ল,—"আচ্ছা, আচ্ছা,—সে যখন হবে, তখন হবে। তোরা এখন যা' দিকিনি,—এখন কাজ করতে দে!"

বুডোর মনের ভাব ব্ঝাতে পোরে বাঁদরগুলো স্বাই সরে পড়ল তাড়াতাড়ি, তাকে আর বেশী না ঘাটিয়ে।

দিন ছয়েকের মধ্যেই সারা হয়ে গেল গাঁইটা। সব কিছু
ঠিক্ঠাক্ হয়ে গেলে ব্ড়ো ওটাকে নিয়ে গেল ঘাটের কাছে, নদীর
কিনারায়। আর মোটা একটা খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে বেঁধে রাখল
সেটাকে, একটা মোটা কাছি দিয়ে।

তারপর একদিন থুব মেঘ উঠল আবাশে। অন্ন অন্ন হাওয়া আর সেই সঙ্গে ঝিলিক দিতে লাগল ঘন ঘন। বুড়ো আর বুড়ী দেখে, এই-ই সুযোগ। সাত ভাড়াভাড়ি তারা নদীর ধারে গিয়ে টাইটার ভেতর চুকে চুপ চাপ বসে বইল তুজনে।

বাঁদপ্রশো কিন্তু এতদিন খালি তাকে তাকে রয়েছে সাই। বুড়ো আর বুড়ী গিয়ে যেই ঢুকেছে চাঁইটার ভেতর, অমনি ভারা ধরে নিল, এবার তুফান এল বলে।

দেখতে দেখতে একটা বাঁদরও আর বাইরে রইলনা। সবাই গিয়ে চুকে পড়ল বুড়ো বুড়ীর সঙ্গে। এবার বুড়ী বলে উঠল হঠাং,—" ঈস্—বুড়ো! একটা ত ভারি ভুল হয়ে গেছে দেখছি! মাধার 'খবং'টা [১] ভুলে ফেলে এসেছি। দাঁড়াও ত ওটা নিয়ে আসি—।"

এক ছুটে বেরিয়ে গেল বুড়ী 'খবং ' আন্তে। কিন্তু সেই বে গেল, তার আর কেরার নাম নেই। কিছুকণ বসে বুড়োও উস্থুস্ করতে লাগ্ল, — "কী হল ? বুড়ীর এত দেরী হচ্ছে কেন ? দাঁড়াও ত একটু দেখে আসি—।"

<sup>্</sup>রি ঘরে তৈরী খাটো বংরের এক **একার নাতি** দীর্ঘ কাপড়— চাক্মা মেয়ে-পুরুষ পাগড়ীর মত মাথায় **ছ**ড়িয়ে বাঁধে।

এই বলে সেও বেরিয়ে পড়্ল এক ফাঁকে। আর,—
তাড়াতাড়ি পতর্টা ভাল করে আটকে দিয়ে, বাঁদর গুলো কিছু বুঝবার
আগেই - যে কাছিটার বাঁধা হয়েছিল চাঁইটা, একটি কোপে কেটে
দিল সেটা। একপাল বাঁদর নিয়ে চাঁইটা গড়াতে গড়াতে 'বাুদ'
করে পড়্ল গিয়ে নদীর ছলে। একটা বাঁদরও আর রক্ষেপ্লনা।

কিন্ত ওপরভয়ালার মঞ্চি । একটা বাঁদরী ছিল পুরো গর্ভ-বতী। তাড়াহুড়োর সময় তার বেদনা সুরু হতে সে আর আস্তে পারেনি সবার সঙ্গে। সে-ই শুণু বেঁচে রইল সংসারে। আর আমরা এখন সে সব বাঁদর দেখ্তে পাই—না ? সব তারই ছেলে-প্লে।

15 T 17



এক যে ছিল বুড়ো। সংসারে তার এক বৌ আর এক মেরে। মেরেটির বয়েস যথন সবে বছর ছয় সাত, এম নি সময় তার বৌ মারা গেল হঠাং। বুড়ো যেন অ মূলে পড়্ল মেরেটিকে নিয়ে। পাড়া পড়্লীরা সলা পরামর্শ দিল, — 'আবার বিয়েথা কর। সংলারটা ত দেখতে হবে গ বিশেষ, মেয়েটা এখনও কচি।'

পাঁচ জনের পাঁচ কথায় বুড়ো শেষ মেষ একটা বিয়েই করে ফেল্ল সাত পাঁচ ভেবে। তারই ,মত সেও এক রাড়ী। তারও আছে আগের ঘরের এক শেষে,—বুড়োর মেয়ের প্রায় সমান বয়েসী। সেই থেকে পাড়ার লোকে তাকে ডাকে বুড়ীর মেয়ে, আর বুড়োর মেয়েকে ডাকে,—বুড়োর মেয়ে।

বৃড়ীট। ছিল কিন্তু ভারি হিংমুটে। হু'য়েক দিনের ভেতরই প্রকাশ পেতে লাগ্ল ভার গুণপনা। বৃড়ের মেয়েটা সভীনের মেয়ে কিনাঃ সে হল ভার ছু'চকের বিষ। এক রন্তি মেয়ে,— তাকে দিয়ে ঘরের কাজ কর্ম করায়, ঘটি ঘটি জল আন্তে দেয় আর হাঁড়ি কুড়ি বাসন কোসন মেজে ঘসে সব সাফ করছে হয় মেয়েটিকে। আর নিজের বেলাং, বুড়ী কিন্তু কুটোটি নাড়তে দেয়না তাকে। রোজ রোজ সাফ স্তরো করে, ভাল ভাল জামাকাপড় পরিছে, সাজিয়ে গুজিয়ে রেখে দেয়,—যেন পটের বিবিটি!

বৃড়ো সব দেখে কিন্তু কিছুই বল্তে পারেনা বৃড়ীর ভয়ে। থালি থালি মেয়েটার হঃথ দেখে আর আড়ালে হা-হতাশ করে। থাল কেটে কুমীর এমেছে সে নিজে:—কাকে আর দোষ দেবে?

এমনি ছঃখ পেরে পেরে কালে কালে বড় সড় হয়ে উঠল বুড়োর মেয়েটা! কিন্তু বয়েস হলে কী হয় ! বুড়ী তাকে পরতে দেয় ছেঁড়া কাক্ড়া। মাথায় তেল পড়েমা রুখু চুলে জট নেঁগেছে। আর নিজের মেয়েটাকে ব্ড়ী পরতে দেয় স্থলর স্থলর রকমারী কাপড়। চুলে মাখতে দেয় স্থান্ধি তেল। তা গা ভতি সোনার গয়না। আর এদিকে বুড়োর মেয়েটার এক জ্যোড়া শাঁখা জোটেনা। বুড়ীব মেয়েখায় দায়, সেজেগুঁজে ফুর্তি করে বেড়ায়। আর বুডোর মেয়ে দাসী বাঁদীর মত খাটে সকাল থেকে সয়ে।

এক দিন বৃড়ী তাকে এক্লা পাঠিয়ে দিল অ-নেক দুরে তাদের জুমে। ধান পাক্তে ফুরু করেছে পাথী তাড়াতে হবে। পথটা গেছে গভীর বনের ভেতর দিয়ে। এমনিতে এক্লা থেতে গা ছম্ ছম্ করে ভয়ে, – তার উপর রয়েছে সাপের ভয়, বাঘ ভালুকের ভয়। আর চাই কী — গ নসীব খারাপ হলে ছ'চারটে হাতীও পড়তে পারে পথে। সংমার হুকুম — হাজার ভয় থাক্লেও থেতেই হল তাকে এক্লা। দোক্লা কোথায় পাবে গ মেয়েটি সারাদিন এক্লা এক্লা বসে থাকে মোনঘরে আর ধানের উপ্র

পাখী বস্তে গেলে ভাড়িয়ে দেয় ভাদের ছড়া কেটে,—

" থু, —ই —ই প্রা— রা ! [১] ধান খেলে, মুরাত্ যা'— পানি খেলে, ছরাত্ যা'— ত মামু এঝের ্বাদোল্ ধরি, — কিছাক্ কারি ধা'—!''

45.1

বাংলা: — হু - ই - ই পাারা!
ধান থেতে মুড়ায় যা'
পানি থেতে ছড়ায় যা'
ভোর মামু আসে গাঁট্ল নিয়ে ডাক্ছেড়ে পাল।

রোজ থেতে হয় তাকে জুমে আর এমনি করে পাখী তাড়াতে হয় সারাদিন। এখন সব সময় ত আর পাখী বসেনা—বাকী সময়টা কাটে কী করে? একা একা ভারি বিচ্ছিরি লাগে তার। ভয়ও করে হয়তঃ। এরপর সে করল কী—? জুমে যাবার সময় একটা চরকা নিল সঙ্গে, আর কিছু তুলোর পাঁচজ। যখন পাখী থাকেনা জুমে, তখন সে সূতো কেটে চলে নিজে মনে 'ঘানর! ঘানর!' বেশ কেটে যায় সময়টা।

একদিন হয়েছে কী—? বেশ কিছু পাথী বসেছে ধানের উপর। বুড়োর মেহেটা চরকা কাটা রেখে পাথী ভাড়াতে গেল ছড়া কেটে, —

<sup>[5]</sup> वात्रे भाषी

"থু, — ই — ই স্যা — রা! ধান খেলে, মরাত্ যা' — পানি খেলে, ছরাত্ যা' — ত মামু একোর্ বাদোল্ ধরি, — কিজাক্ কারি ধা' —!''

মেয়েটির ছড়া শেষ হয়েছে কী হয়নি, এমন সময় সে শুন্তে পেল জুমের ওপারে বনটা থেকে কে যেন বলুছে মিটি স্থারে,—

" গাবুরী — ক্লে — গাব্রী ! [১]
স্থদা কাদি নিগুরি,
ত বাবরে কোস্সই,
তিমারে কোস্সই,
ভামের কোস্সই

বাংলা : — গাবুরী গো গাবুরী !
স্তে কাটো নিওবি
ভোমার বাপকে বলো, নাকে বলো, —
জামাই নেবে কী ৷

মেয়েটি ত শুৰে অবাক। এই জকলে কে এল কথা বল্তে তার সক্ষে। এ কী তার মনের ভূল, না কী শুন্তে কী শুনেছে কানে ? আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে একট্থানি ভয়ও এল বুঝি বা তার মনে। তবে ছোট বেলা খেকে ছঃখ দরদ পেয়ে পেয়ে এতথানি বড় হয়েছে সে,—মনের সে ভাব জোর করে ঝেড়ে

<sup>[</sup>২] 'যুবতী

ফেলে দিয়ে আবার বল্ল সে ছড়াটা, কী হয় পর্ধ করবার জত্যে, --

" থু \_ — ই — ই প্যা—রা!
ধান থেলে, মূরতে বা'—
পানি খেলে, ছরাত্ যা'—
ত মামু এঝের বাদোল্ ধরি,—
কিজাক্ কারি ধা'—!''

আশ্চর্যা, আবার কার গলা সেন ভেসে এল ভূমের ওপার থেকে! এবার বেশ পষ্ট, এবার অ'র কোন ভূল নেই। ঐ বনটার ভেতর থেকে কে যেন আবার বল্ছে,—

" গাব্রী — রে — গাব্রী !
ফুদা কাদি নিগুরি,
ত বাবরে কোস্সই,
তত্মারে কোস্সই,
জামের কোস্সই

মেরেটি বেশ ভয় পেল এবার। তাহলে ও সত্যি সত্যি কেউ রয়েছে ওখানে! বনের আড়াল থেকে তাকে দেখছে! অনেকক্ষণ ভাবল মেয়েটি আপন মনে; কিন্তু কী-ই বা করবে সেং পালিয়ে গেলে এখন পাখীতে শেষ করে দেবে জুমটা। তার উপর রয়েছে সংমার বকুনীর ভয়। 'যা' হবার হোক' করে বসে রইল মেয়েটি শেষ পর্যান্ত মোন্যারে সন্ধে অবধি।

এরপর রোজ রোজ শোনা যেতে লাগল ঐ অঞ্চানা গলাটি। বুড়োর মেয়েটি যেই পাখী ভাড়াতে যায় ছড়া কেটে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠে ওর গলা। তু'য়েক দিন যেতে মেরেট একদিন বলল তার বাপ আর সংমাকে সে কথা। বুড়ী ভাবল, হয়তঃ কোন তুটু লোকের কাণ্ড এটা, বদ্ মতলবে ব্রছে মেরেটার পেছনে। এখন বুড়ী ত বুড়োর মেরেক পার করতে পারলেই বাঁচে। তাড়া-তাড়ি সে বন্দ,— "এবার যদি বলে ত, বলে দিস্,— নেবে।"

তারপর দিন রোজকার মত মেয়েট গেল জুমে। ধানের উপর এক বাঁকে পাখী এসে বস্তে অভ্যেস মত সে আউড়ে গেল তার পাখী তাড়ামো ছড়াটি। আর অমনি সেই অজানা গলাটি শোনা গেল আগের মত,—

" গাব্রী — রে — গাব্রী !
ফুদা কাদি নিগুরি,
ত বাবরে কোস্সই, —
তম্মারে কোস্সই, —
জামেই নিবনি।"

সংমার শেখানো মতে সঙ্গে সংগ্রেটি বল্ল ডাক দিয়ে,— "নেবে গো! নেবে!"

এবার বলে উঠল আবার অজামা গলাটি বনের ভেতর থেকে,— " তাহলে ভোমার বাপকে গিয়ে বলো,—

> লাঘা খাজাং ব্<mark>গিনাই,</mark> ভাত মজাৰ লইনাই,— খ**লা** এ**জোক্**থই।"

ৰাংল।:— টুক্রী নিয়ে পিঠে পুঁট্লী বাঁধা ভাত ভরকারী সেই সাধ আস্কুক যেন নিতে। সেদিন বিকেলে বাড়ী কিরে যেতে মেয়েটি তার বাপ আর সংমাকে বল্ল সব কথা। পরদিন ব্ড়ী খুব ভোরে উঠে রারাবার। করে, কঠি কলাপাতায় মুড়ে, একটা ভাতের পুঁট্লী আর একটা তরকারীর পুঁট্লী করে দিল। তারপর সেগুলো একটা বড় বেভের টুক্রীতে প্রে বুড়োকে সকাল সকাল জুমে পাঠিয়ে দিল ভামাই আনতে।

জুমে গিয়ে বখন পৌছল বুড়ো, স্থাটো তখন সবে উঠি উঠি করছে পূব আকাশে। যেদিক পানে কথাগুলো ভেসে আসে, সেখানে গিয়ে বুড়ো বনের ধারে নামাল তার বেতের টকরীটা। তারপর ডাক দিল ভোরে জোরে.—

" এঝ জামেই এঝিগি, ভাত মজাবৃত্য খ-গি, তান্ মজাবৃত্য খ-গি লাঘা খাজাাঙং বজগি।"

বাংলা:— এসো জামাই! এসো! ভাতগুনো থেয়ে, ভরকারীটা দিয়ে, — টুক্রীটায় বসো।

বৃড়োর কথা সবে শেষ হয়েছে,— অমনি বনের দিক থেকে একটা শব্দ উঠল — 'শন্! শন্! শন্!' ঝরা পাতার উপর দিয়ে বন তোলপাড় করে কী যেন একটা আসতে এগিয়ে। শব্দী ক্মেই এগিয়ে আস্তে লাগল বুড়োর দিকে।, এই কাছে, আরো কাছে, — তারপর আরো কাছে। শেষে হঠাৎ এক সময় দেখা দিল

প্রকাণ্ড একটা অন্ধার সাপ। বুড়ো যেন কাঠের পুতুল। 'ফাল্ফাল্' করে শুধু তাকিয়েই রইল বেকুবের মতঃ কোন কিছু করার কথা তার মনেই এলনা।

সাপটা এসেই ট্ক্রীটার কাছে গিয়ে প্রথমে চেঁছে পুঁছে ভাতগুলো সব খেল, তরকারীটা খেল, তারপর নিতান্ত নিতীবের মত আত্তে মাতে চুকে পড়ল বেতের টুক্রীটায় কুণ্ডুলী পাকিয়ে। বুড়ো তাড়াতাড়ি টুক্রীর মুখটা বেঁধে সেটাকে পিঠে ঝুলিয়ে অতি কত্তে বয়ে নিয়ে এল বাডীতে।

বৃড়ী ত জামাই দেখে হেসেই থুন। কিন্তু দতীৰের মেরে কিনা, —আপদ বালাই! যেমন তেমন বিদেয় করতে পারলেই হল। হোক্ না সাপ, ওই-ই ঢের। কথা দিয়ে যখন আনা হয়েছে, ওর সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে বৈ কি! কারুর কোন ওজর আপতি না শুনে বৃড়ী বিয়ে দিয়ে দিল মেয়েটার সাপটার সঙ্গে।

সাপটাকে রেখে দেয়া হল 'শন ঘরে' [৩]। রাত্রে বুড়ী খাহয়ে দাইয়ে বুড়োর মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিল সেখানে জামায়ে। সঙ্গে শুতে। গিলে খায় ত খা'ক্। সতীন কাঁটা বিদেয় হলেই হাড় স্কুড়োয়।

রাত যখন নিশুতি—বুড়োর চোখে গুম নেই। হঠাৎ মেয়েটির গলা শোনা গেল 'শনঘর' থেকে,— থেং করক্ করক্ গরেল্লে বা! বিবা! আমার ঠাাং কট্ কট্ করছে।

<sup>[</sup>৩] চাকমাদের মাচান ঘরের লাগালাগি অ'রেকট। ছোট ঘর থাকে। সেথানে মূথাতঃ ধান জমা রাধা হয় আর অভিথ পরবাসীর শোবার জাংগা করে দেওয়া হয়। এটাকে বলে 'শন্মর'।

বুড়ো ডাক দিয়ে বল্ল মেয়েকে,—''হেই মা! তোর জামাই তোকে পায়ের খাড়ু পরিয়ে দিচ্ছে।"

বুড়ী ধরে নিল, 'এই রে! এবার সন্ডিয় সাজ্য সাপটা গিল্ছে মেয়েটাকে। পা পর্যাস্ত গিলে ফেলেছে।'

কিছুকণ চুপ্চাপ্। একটু পরেই হঠাৎ আবার মেয়েটি বলে উঠল,— "ফার্ করক্ করক্ গরেল্লে বা! বিবা! আমার কোমর কঁটু কঁটু করছে।]

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলল, — "হেই মা! তোর জামাই তোকে নতুন 'পিনোন' [8] পরিয়ে দিঞে।"

বৃড়ী ধরে নিল, এইবার কোমর তক্ গিলে ফেলেছে সাপটা। তারপর আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল। একটু পরে মেয়েটি আবার বলে উঠল,— "বৃক করক্ করক্ গরেললে বা!" [বাবা আমার বৃক কট কট করছে।]

বুড়ো ভাড়াভাড়ি জবাব দিল, — "হেই মা! ভোর জামাই ভোকে নতুন 'থাদি' [৫] পরিয়ে দিছে।"

বুড়ী মনে করল, এইবার সাপটা ব্ক পর্যান্ত গিলে ফেলেছে মেংটোর।

আবার কিছুকণ থেতে বলে উঠল মেয়েটি, "তদা করক্ করক্ গরেল্লে বা!" [বাবা! আমার গলা কঁট কঁট করছে।]

<sup>[8]</sup> চাকুমা মেছেদের পরনের কাপড়।

<sup>[</sup>৫] এক একার রঙীন ফুলতোলা খাটো বহরের কাপড়, চাক্মা মেয়েরা বুকে ছড়িয়ে বাঁধে।

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলল আবার,— "হেই মা! তোর জামাই তোকে রূপোর হাঁসুলী পরিয়ে দিছে।"

বুড়ী মনে করল, এইবার গলা পর্যায় গিলে ফেলেছে।

এরপর একেবারে নীরব হয়ে গেল মেয়েটি। কিছুই আর শোনা গেলনা। বুড়ী ধরে নিল সাপটা গিলে শেষ করেছে মেয়ে-টাকে। আব বুড়ো বুক ভরা সন্দেহ আর আশঙ্কা নিয়ে জেগে রইল ভোরের আশায়।

সকালে উঠে বৃড়ী গিয়ে দোর খুলে দিল 'শনঘরের'। আশা করেছিল হয়তঃ পড়ে থাকবে শুদু মেয়েটার হাড় গোড়। কিন্তু দোর খুল্তেই কী অবাক কাণ্ড! কোথায় সাপ আর কোথায় কী গতার জায়গায় বসে রয়েছে ঘর আলো করা পরম মুন্দর এক রাজপুত্রব! আর ব্ডোর মেয়েটার রূপ থেন উপচে পড়ছে! নতুন নতুন ঝলমলে পোষাক আর অন্ত অলক্ষারে সেজে কী যে মানিয়েছে ভাকে! বৃড়ো তাড়াভাড়ি ছুটে এসে তাদের ছজনকে জড়িয়ে ধরল বৃকে। মেয়ের এই পরম সোভাগো একেবারে 'ছ—ছ' করে কেঁদে ফেলল বৃড়ো খুনীতে।

মেয়েটির মূথেই জানা গেল, রাজকুমার এক মুনির শাপে সাপ হয়ে ছিল এতদিন। মানুষের মেয়ে তাকে বিয়ে করতে সে ফিরে পেয়েছে তার আগের রূপ।

বুড়োর মেয়ের অমন স্থলর জামাই হল দেখে ব্ড়ীর চোখে আর ঘুম হয়না। হিংসেয় যেন ফেটে পড়ছে। রোজ সে বলে বুড়োকে,— "বুড়ো! আমার মেয়েটার জতেও একটা জামাই দেখনা,— ওই রকম একটা অঞ্চার সাধা!"

বুড়ো মুখে তুর্ হাঁ হাঁ, ছাঁ ছাঁ – কৈবে আর কেবল মাথা নাড়ে। একদিন বুড়ী খুব ভোরে উঠে আবার ভাত পাক করল, তরকারী রাঁধল, আর আগের মত ছটো পুট্লী করে দিয়ে সেগুলো একটা বড় ট্করীতে দিয়ে বুড়োকে বলল, – "যাও, জামাই নিয়ে এস।"

উপায় নেই। বাধ্য হয়ে বুড়ো সেগুলো নিয়ে আবার গেল জুমে। এধারে ওধারে জুমের চারধারে বারে বারে ভাত তরকারীর পুঁট্লীগুলো রেখে রেখে খুব সাধাসাধি করল বুড়ো,— "এস, এস, জামাই এস!" কিন্তু সাপের কথা দুদে থাক, একটা টিকটিকিও দেখা দিতে এলনা তাকে। এদিকে বুড়ীর হুকুম সাপ এনে দিতে হবে জামাই। বনের ভেতর এখানে ওখানে অনেক খুঁজল বুড়ো, কিন্তু কোথায় পাবে সাপ! এমনি কী আর সাপ খুঁজে পাওয়া যায়! শেষে অনেক বুদ্ধি করে বুড়ো দিল অভান লাগিয়ে বনের একধারে। দেখতে দেখতে বনের একপাশ পুড়ে সাফ হয়ে গেল আর বুড়ে ওরই মারখানে যেখানে যেখানে যেখানে গোঁচা খোঁচা জঙ্গল রয়ে গেছে, সেখানে গেল সাপ খুঁজতে। খুঁজতে প্রান্থতিন তেমনি একটা আধপোড়া জঙ্গলে মিলে গেল একটা প্রকাণ্ড অজগর। আগেরটার চাইতেও মোটা। এখানে ওবানে আগুনের আঁচ পেয়ে নিজ্জীবের মতন পড়ে রয়েছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

ভাত তরকারীর পুঁট্লীগুলো সাপটার সামনে রেথে বৃড়ো আনেক করে সাধাসাধি করল তাকে খেতে। কিন্তু কে শোনে, কার কথা ? এমনিতে আগুনের ভাপ্লেগে মরার মত হয়ে আছে সাপটা,—এদিকে ভাতের পুঁট্লী ধরলে ওদিকে মুথ ফেরায়। বৃড়ো শেষে অনেক চেষ্টা করে জোর করে তাকে টুক্রীটাতে পুরে বয়ে নিয়ে এল বাড়ীতে।

বৃড়ী ত মহা খুশী, ভামাই পাওয়া গেছে। খুমধাম করে তারপর তার বিয়ে দিল বৃড়ী মেয়ের সঙ্গে। আর সকাল সকাল মেহেকে খাইহে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঁঠিয়ে দিল 'শন্বহরে' জামাইয়ের সঙ্গে ওভে। এরপর ভাল করে দরজ। আটকে দিয়ে ওতে গেল বৃড়ী। কান খাড়া করে রইল, কখন শোনা যাবে নাকি মেয়ের গলা।

হুপুর রাভ যখন পেরিয়ে গেছে, ব্ড়ী ভারতে পেল, মেরেটি বলছে,—"থেং করক্ করক্ গবেল্লে মা!"

বৃড়ীর খুণী আর ধরেনা! তাড়াতাড়ি বলে দিল,—''হেই মা! তোর জামাই তোকে পায়ের খাড়ু পরিয়ে দিচ্ছে।''

একট্ পরে মেয়েটি আবার বলল,—'ফার্ করক্ করক্ গরেল্লে মা!

বৃড়ী আবার খুণী হয়ে বলল,—"হেই মা! তোর জামাই পরিয়ে দিচ্ছে তোকে নতুন 'পিনোন্'।"

আবার খানিক পরে বলল মেয়েট,—"বুক করক্ করক্ গরেল্লে মা!"

বৃড়ী বলল, — ''তোর জামাই তোকে পরিয়ে দিছেই নতুন খাদি।''

শেষে মেয়েটি বলল আবার,—"তদা করক্করক্গরেল্লে মা !"

ব্ড়ী বলে দিল,—"তোর জামাই তোকে রূপোর হাঁত্লী পরিয়ে দিছে।"

এরপর মেয়েটির মার গলা শোনা গেলনা। সকালে ভোর না হতে বুড়ী আশায় ভর করে দোর খুলে দিতে গেল শন্যরের। মনে কত আনন্দ আর কত রঙীন কল্লনা! কিন্তু দোর খুলে দেখে,— হায়! হায়! কোথার রাজপুঞ্জ ! অভগরটা থালি লগা হয়ে শুয়ে রয়েছে এই ই পেট মোটা করে। রাতির বেশা গিলে খেয়েছে আন্ত মেয়েটাকে।

দেখে শুনে একেবারে ড্করে কেঁদে উঠল বুড়ী 'হাউ হাউ' করে। ত্হাতে চ্ল ছিঁড়তে লাগল, কপাল চাপড়াতে লাগল আর কাদতে বাদতে বুক ফেটে মরে গেল বুড়ী মেংর শোকে।



বুড়োর মেয়ে আর জামাই এরপর ঘর করতে লাগল পরম খুখে। জামায়ের[দৌলতে কোন কিছুর আর অভাব নেই সংসারে। জামাই খার দায়, হেদে খেলে বেড়ার। কিন্তু কোনদিন বলেনা, কী তার নাম কোথার বাস—কোন দেশে ঘর।

কল্মে জামাই একদিন গেছে নদীতে। গহীন গাঙ্—অথই পানি: হুজনে জলে নেমেছে চান বরতে। বুড়োর মেয়ের হঠাৎ কী খেয়াল হল জানিদা, আবদার করে বল্ল তার স্বামীকে,—
"কুমার! তোমার নাম কী ?"

বলার সাথে সাথে জামাই পড়ল গিয়ে বৃক জলে ! বলল, "থাক্, আমার নাম বললে তু:খ পাবে !"

মেরেটি মনে করল বুঝি বা ঠাট্টা করছে জামাই তার সঙ্গে। তাই স্বামীর দিকে চেয়ে সে স্বাবার মিনতি করে, — " হুঃখ পাই আর ত্থ পাই, বলনা গো! তোমার নাম।"

এবার গলা জলে পড়ল গিয়ে জামাই। কাতর হয়ে বল্ল মেয়েটিকে,—" আর জালতে চেয়োলা। তুঃথ পাবে।"

ত কু কপালের লেখন, কে খণ্ডাবে বল ? মেয়েটির বেন জেদ েপে গেছে। তাই তিন বারের বারও সে জিভ্জে করল তার স্বামীকে,—" তুঃখ পাই আর সুখ পাই, বলনা কুমার! তোমার নাম কী ?''

" আমার নাম বনবিলাস"—বলেই টুপ করে এবার ডুবে গেল মেয়েটির স্বামী। মেয়েটি সাঁতার ধরতে গেল তাকে; কিন্তু তথন কোথায় বনবিলাস! তার আগেই একেবারে তলিয়ে গেছে গহীন গাঙে। এদিক ওদিক অনেক করে খুঁজল মেয়েটি র্থাই তার স্বামীকে। নিরাশ হয়ে শেযে কুলে ফিরে এসে কাঁদতে লাগল অবাের ধারে,—"অমন সাানার রাজপুত্র,র স্বামী, কপাল দােষে পেয়েও হারালাম। কোন মুখে আর ঘরে ফিরে যাব ?"

চোখের ছলে তার বুক ভেনে যায়। তার সে কালা দেখলে পশু পাখীরও সদয় গলে। গাছ পাথরের বুকে আপনি পংনি দেখা দেয়! কিন্তু যে গেছে, সে আর ফিরলনা,—তার সামী সেই বন্ধিলান।

মেয়েটিও আর ফিরলনা ঘরে। বননিলাস যদি ভেসেই গিয়ে থাকে জলে, সে ত যাবে ভাটিতে। তাই পাগলিনীর মত মেয়েটিও চলল হেঁটে তীব বরাবর ভাটির পানে যদিই দেখা পাওয়া যায় তাকে! পথে পড়ে কত গ্রাম, কত সহর, কত লোকজন! যাকে সামনে পায় তাকেই সে শুধোয়,—" ওগো! তোমরা দেখেছ व्यामात्रः वनविकाञ्चक, ..... शर्ष एक्टन (शर्क क्रे.)

তার পাগলিনীর নত রুক্ষ কেল, আলুথালু বেশ। কেউ ন কেউর হয়ত: মারা হয় দেখে। বলে,—কই, না ভো বাছা! আমরা দেখিনি ভোমার বনবিলাসকে।"

আর কোন নির্দির পথিক হয়তঃ বলে,—" আরে বা' বা' পাগলি! কে তোর বনবিদান গ'

এমনি করে বেতে-বেতে-বেতে কত দিন গেল, কত রাত গেল, বনবিলাসের আরে থােজ মিলেনা। অভাগিনীর চোথে ঘুম নেই, পেটে ভাত নেই। কত গ্রাম, সহর ছেড়ে, কত রাজার রাজা পেরিয়ে — একদিন মেয়েটি পৌছল এসে এক ঘাটে। দেখতে পেল অনেক মেয়ে এসেছে জল নিতে। দলে দলে আসছে আর কলসী কলসী জল নিয়ে বাচ্ছে। তাদের কাছে গিয়ে বলল মেয়েটি, — "হাা গা! তোমরা দেখেত কী বনবিলাসকে দ চেন তাকে?"

যে মেয়েটিকে শুধিয়েছিল সে ত অবাক! বলল,— "ওমা! সে কী কথা! চিন্বনা কেন গো? উনি ত আমাদেরই রাণীমার ছেলে, সবে ফিরেছেন মালুষের দেশ থেকে।"

তনে যেন হাতে স্বর্গ-পেল বুড়োর মেয়েট। সব কথা খুঁটিয়ে বের করতে একট্থানি অস্তরক হয়ে সে বলল আবার,——
"হঁয়া গা! তোমরা এত জল নিচ্ছ কোথায়া। কী হবে এত জল দিয়ে।"

সেই মেয়েটি বলল এবার,—"ওমা! তাও দাননা ব্ঝি! বনবিলাসের গায়ে যে এথনও মান্যের গল! অনেক দিন ছিল কিনা তাদের দেশে! তাই ভাল করে চান করাতে হবে তাকে; রাণীমার হকুম—বাতে গন্ধ না থাকে। বোঝ কথা। আমরী হলাম রাক্স, – আর ওঁর গায়ে কিনা মান্ধের গন্ধ।"

মেয়েটি বক্বক্ করেই চল্ল কলসী কাঁথে নিয়ে। আর বুড়োর মেয়েটি তার খুব কাছে সরে এসে ফাঁক্ বুঝে 'টুপ' করে ফেলে দিল কলসীটার মধ্যে তার পরনের আংটি খুলে – যেটা বন-বিলাস পরিয়ে দিয়েছিল তাকে বিয়ের রাতিরে।

আন্তে আন্তে মেয়েরা সব চলে গেল একে একে কলসী
নিযে। বুড়োর মেয়ে খালি বসে রইল একা ঘাটের কেনারায়।
মনে তার শত আশা নিরাশার দোলা। বহুদিন পর খুঁজে পেরেছে
তার স্বামীকে, সে কী আর তাকে ফিরে নেবে ? সেই আগের ১ত
করে ? যে সব স্থের দিন গেছে, সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা
মনে করে মেয়েটি কাঁদতে বস্ল আবার নতুন করে।

এদিকে বেজায় ধুমধাম চলেছে রাক্ষপণুরীতে। বনবিলাগকে চান করানো হচ্ছে। মস্ত বড় একখানা পিঁড়ির উপর বসানো হয়েছে তাকে, আর সব মেয়েরা এদে একে একে জল এনে ঢালছে তার মাথায় কলসীর পর কলসা। ক্রমে সেই মেয়েটির প'লা এল, যার কলসীতে আংটিটা ফেলে দিয়েছিল বুড়োর মেয়েটি। বনবিলাসের মাথায় তার কলসীর জল এনে ঢালতে আংটিটা প্রথমে মাথায় পড়ে আস্তে করে গড়িয়ে পড়ে গেল একেবারে তার কোলে। বনবিলাস সেটা 'থপ' করে তুলে নিয়ে ঘ্রিয়ে ফিরিয়ে দেখে একেবারে 'তড়াক্' – করে লাফিয়ে উঠল পিঁড়ির উপর। এ ত তার 'সেই-ই বিয়ের আংটি! কী করে এল এখানে ? এক মুহুর্তে সব কথা তার মনে পড়ে গেল, আর আকুল হয়ে জিজ্ঞেন করল মেয়েদের, – "এটি তোমরা কোথায় পেলে? বল, কোথায়

মেয়েরা ত সব অবাক! সবাই খালি এ ওর মুখের দিকে তাকায়; কিন্তু কেউই বলতে পারেনা কী করে এল আংটিটা সেখানে। বনবিলাস তথন বলল অধীর হয়ে,—" বলো শিগ্গির কোথায় পেয়েছ এটা? ভোমাদেরই কেউ নিশ্চর এটি ছিনিয়ে নিয়েছ সেই মেয়েটির কাছ থেকে। বলো কে দেখেছ – কোথার দেখেছ তাকে?"

মেরের। সব এবার 'হাঁ হাঁ'—করে উঠল এক সঙ্গে,—
"দেখেছি বটে আজ একটা মেয়েকে - নদীর ঘাটে। কিন্তু কই,
আমরা ত কিছুই বলিনি তাকে গ্'

মাথায় রইল বনবিলাদের চান করা। স্বাইকে অবাক করে দিয়ে ভিজে কাপড়ে সে ছুটল সে নদীর দিকে। ঘাটে পৌছে দেখে, সত্যিই তার বউ বসে আছে সেখানে, আর অঝোরে কাঁদছে হাঁট্তে মুখ গুঁজে। বনবিলাস তার পাশে গিয়ে আন্তে করে তার কাঁথে হাত রাখতে মেথেটি উপুড় হয়ে পড়ল তার পায়ে,—"ওগো! আমাকে ক্ষা কর, এবারটির মতন। আমি আর কোনদিন তোমার অবাধ্য হবনা।"

নিবিড় স্নেহে বনবিলাস তাকে ত্ব'হাতে জড়িয়ে ধরে, নিয়ে এল বাড়ীতে। তার মা রাক্দী বুড়ীর কাছে নিয়ে বলল তাকে,—
"মাগো! এই-ই তোমার ছেলের বউ। এর দয়াতেই ফিরে পেয়েছ
তোমরা স্থামাকে।"

ভূঁক কুঁচকে চোথ কপালে তুলে রাক্ষ্সী বুড়ী চেয়ে রইল কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে। তারপর বলে উঠল থন্থনে গলায়, - ें ज की! मान्द्वत (भरत मा? (म की करत इत ? भान्द्वत मान्स्य मान्द्वत मान्द्

বৰবিলাস বলল,—"খুব পারে মা! খুব পারে। মৰে করো দিকি—ও যদি না বিয়ে করত আমাহ, আঙ্গোত্তবে সাপ হরে। থাকতে হও তোমার ছেলেকে।'

রাকুনী বুড়ী বলল,—"তাই বলে কী ঘর করতে হবে মান্বের সঙ্গে! বেশ ত, উপ্গার করেছে,—তোর বা' মনে লয় দিয়ে থুয়ে খুশী করে বিদেয় করে দে। আমি ত ভোর জন্ত মেয়ে ঠিক করে রেখেছি, সেই করে থেকে,—সেই যে আমার সইয়ের মেয়ে।"

বনবিলাস বলল,—"না না মা । সে অধর্ম আমি করতে পারবনা। সত্যি করে বিষে করেছি একে, একে আমি ছাড়তে পারিন। কে'ন মতে, সে তোমরা যাই-ই বলনা কেন। আক মেয়েশ টিকে খরে যদি না রাখ, তবে আমাকেও ুআর দেখতে পাবেনা তোমরা।"

রাজ্নী বৃড়ী আর করে কী ? ছেলের জেদ দেখে বাধ্য হয়ে নিভে হল মেরেটিক ঘরে। আদল ব্যাপারটা হয়েছে কী ? মালুষের মেয়ে দেখে তার লোভ পড়ে গেছে খেতে। ভাই নিলেত তি নিলে, আবার তকে তকে রইল এদিকে, কী করে খাওয়া শায় মেরেটাকে।

সেই থেকে মেয়েটি ঘর করতে লাগল রাক্ষসপুরীতে। ভোরে আলো ফোটার আগে রাক্সীরা সব চরতে বায় বহু দুর দুর পেশে, আর ফিরে আদে নাঝের মুখে মুখে। সারা দিমমান সে থাকে একা নির্বান্ধর পুরীতে। বনবিলাসের ভয়ে অবশ্যি কেউ কিছু বলতে পারেমা তাকে। খুব লোভ হয়ে থাকলেও খামোকা রাক্সী বুড়ীও খেতে সাহস পায়মা তাকে ছেলের ভয়ে।

একদিন ষেতে, ছদিন যেতে—চরতে যাবার আগে রাক্সী ব্ড়ী মেয়েটির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যেতে লাগল এই-ই দেদার কাজ! খাণ্ডড়ীর ভারে মেয়েটি সারাদিন হাড়ভাসা খাটুনী খেটে স্ব কাজ শেষ করে রেখে দেয় তার ফেরার আগেই।

রোজ সঙ্গে বেলা রাজ্নী বৃড়ী বাড়ী ফিরেই খেঁজি নেয়, ব "বৰবিলাসের বউ! কাজগুনো সারা হয়েছে ?"

রোজ মেরেটি জবাব দেল,—"হঁটা মা! শেষ হরেছে।"

রাক্সী বৃড়ী দেখল এমনিতে হবেনা। একদিন তাই চরতে বেরোবার আগে বউটিকে দিয়ে গেল এস্তার প্রোনো হঁড়িকুড়ি — শেগুলো দিয়ে রাঁধতে রাঁধতে প্রত্যেকটার ভেতরে বাইরে পুরু কালো দাগ্ পড়ে গেছে। আর বলে গেল,—" বনবিলাসের বউ! এগুনো সব মেজে ঘষে নতুন করে রাখবি। একটার গায়ে এতট্কু কালো ছোপ লেগে থাকে ত ফিরে এসে আন্ত গিলে খাব তোকে।"

সবাই চরতে গেলে বইটি তাড়াতাড়ি গেল ঘাটে; মাজতে বসল সেই একরাশ হাঁড়িকুঁড়ি। কিন্তু এক একটা হাঁড়ি তেল কালি লেগে লেগে যে রকম কালো হয়ে আছে, শুধু আজকে কেন,—সাত জন্ম ধরে মাজলেও আর ওদের সাফ করে তোলা যাবেনা। সারাদিন ধরে ঘ্যা মাজা করল বউটি, কিন্তু একটা হাঁড়িও

শরিকার করতে পার্লান। বউটি ব্রতে পারল, এবার ব্রি তার রক্ষে নেই! এদিকে দেখতে দেখতে সময় চলে বার! ক্রমে আন্তে করে বেলাটি পড়ে এল, আর রাক্সী বড়ীও ফেরার সময় হল। মেয়েটি কাজের কোন কূল কিনারা দেখতে না পেয়ে অসহায় ভাবে কাঁদতে বলল হাত পা ছড়িয়ে। এবার তাকে মরতে হবে রাক্সী বুড়ীর হাতে!

মেয়েটির কারা শুনে হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাজির হল তার স্বামী বনবিলাস। বলল,—"কী হয়েছে কলে ? কী হয়েছে ? কাঁদ কেন অমন করে ?"

সামনের হাঁড়ি পাতিলগুলো দেখিরে বউটি কাঁদতে কাঁদতে বলল তার স্বামীকে সব কথা,—"এশ্বন একটা হাঁড়িও সাফ্ করতে পারিনি, কাজেই এখুনি আমাকে মরতে হবে।"

বনবিলাস ত শুনে 'হোঃ! গোঃ! হোঃ!' করে খ্র এক চোট হেসে নিল আগে। মেয়েটি কারা ভুলে অব।ক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

"এই — কাজ।" — বলল বনবিলাদ, — "তা' এই কাজ কী আর মান্ত্রে পারে ? রোস রোস, ওসব আর তোমার সাফ করতে হবেনা —।" এই বলে বনবিলাদ কেলে হ'াড়িগুলো ভাসিয়ে দিল নদীর জলে। তারপর হাটে গিয়ে কিনে এনে দিল নতুন হ'াড়ি। মেয়েটি সেগুলো কুড়িরে নিয়ে সবে ফিরেছে ঘরে, এদিকে সঙ্গে শুপ্'—করে রাকুসী বড়ীও এসে হাজির।

''বনবিলাদের ঘট।" – হাঁক দিয়ে বলল রাক্সী বৃড়ী, – ''কাজটা সারা হয়েছে ?'' ভাল মালুবের মত জবাব দিল মেয়েটি, — " ইটা মা ! এই-সবে শেষ হল।"

শুনে ত রাক্সী বুড়ী মহা খাপ্পা! সাত্ত্যের মেয়ে কী করে পারে কাজ ? উ-হুঁ! নিশ্চয় আর কারুর কারসাজি রয়েছে এবানে,—

"কা করম্রে! কা করম্! বনবিশাজঅ করম্! থেং রাঙা বাজা কোদোর্ব খেই ন পেলুংগে,— সেই ছঘে মরং।"

বাংলা: — কার কাজ রে ! কার কাজ !

বনবিলাসের কাজ !

ঠ্যাং রাঙা বাজা পায়রাটা থেতে পেলাম না,

সেই হুংখে মরি আজ ।

পরদিন রাকুসী বুড়ী চরতে যাবার আগে মেয়েটিকে দিয়ে গেল একরাশ ময়লা আকড়া,— বেগুলো দিয়ে মেয়েরা হেঁসেলে তাদের হাঁড়ি নামায় আর কালি ঝুলি লাগলে মুছে নেয়। বলে গেল, — "বনবিলাসের বউ! আজকে ধুয়ে নতুন করে রাথবি এগুলো সব। না পারিস্ত ফিরে এসে অংশু গিলে থাব তোকে।"

সেদিনও মেয়েটি ভাত পানি ছেড়ে ঘাটে গিয়ে কাচতে বদল সেই ময়লা আকড়ার বাজিল। সারাদিন ধরে কেচেও যথন এক ফালি আকড়া সাফ করতে পারলনা বউটি, তথন সে আবার কাঁদতে বসল পা ছড়িয়ে, কপাল বিনিয়ে বিনিয়ে। আর তাই শুনে তার সামী বনবিলাস আবার এসে হাজির হল কোথা থেকে।

ব্লল,— কী হয়েছে কন্তে! কী হয়েছে গুকাদছ কেন অমন করে ?"

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল তার স্বামীকে সব কথা।
বনবিলাস বলল, — "এই কাজ ! তা একাজ কী আর মানুষে
পারে ? রোস, রোস, ওসব আর তোমার কাচতে হবেমা।" এই
বলে বনবিলাস গাকড়ার বাণ্ডিলটা ভাসিয়ে দিল নদীর জলে, আর
হাটে গিয়ে কিনে এনে দিল এস্তার নত্ন কাপড়ের ফালি।

বিকৈলে রাকুসী বৃড়ী বাড়ী ফিরতেই জিজ্ঞেস করল রোজ-কার মতন,—" বনবিলাসের যউ! কাজটা সারা হয়েছে?"

"হঁয় মা! এই শেষ হল — "বউটি জবাব দিল। তনে রাক্সী বুড়ী আবার চেঁচিয়ে উঠল 'হাঁট মাঁট — কেরে, — 'কাকরন্রে! কাকরম্! বনবিলাজ্য করন্!

থেং রাঙা বাজা কোদোর ব খেই ম পাঙ্হ্মতে,—
সেই ছগে মরং।"

নইলে মান্যের মেয়ে কী করে পারে এই কাজ! রাকুসী বড়ী তখন গছ্রাতে লাগল বেজায় রাখে। রোস তবে, আরো মজা দেখাছি।

তার পর দিন চরতে যাবার আগে রাজ্সী বৃড়ী এক মরাই সর্যে ছিটিয়ে দিল সারা উঠোনে, আর ডেকে বলল মেয়েটিকে,—
"বনবিলাসের বউ! সন্মে বেলা এগুলো সব কুড়িয়ে তুলবি ঘরে। দেখিস্, একটি দানা না হারান যায়। আরে ফুরুডে না পারিস্ ত ফিরে এসে আন্ত গিলে খাব ভোকে।"

কাজে। বহর দেখেই বউটি ত কঁদে সারা! অত ছোট ছোট সরষের দানা! আর যে ভাবে তাদের ছড়ানো হয়েছে মাটিতে.—কোনটা কোথায় গিয়ে পড়েছে, "খুঁজে পতেই সাত জন্ম কেটে যাবে তার। মেয়েটি ধরে নিল, আর আর বারে পার পেলেও এবার আর তার ককে নেই কোনমতেই। ভাত পানি ছেড়ে দিয়ে সে আবার কুড়োতে লেগে গেল উঠোন ভরা সরয়ে। যতকণ খাস, ততকণ আশ। ইনিষে বিনিয়ে কাঁদে, আর সরষে কুড়োয় খুঁটে খুঁটে। তার সে কারা ওন আবার কোথা থেকে এসে হাজির, তার স্বামী বনবিলাস। বলল আগের মত করে,— "কী হয়েছে কতে। কী হয়েছে? আবার কাঁদছ কেন সমন করে?"

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে আৰোর তার স্বামীকে বলল সব কথা। শুনে বলল বনবিলাদ,—" এই কাজ! তা' একাজ কী আর মানুষে পারে ? রোস, রোস, আমার দোহাই দিয়ে ডাকো বনের সব পাথ পাথালি। তারাই এসে তুলে দিয়ে যাবে সরষের দানাগুলো।"

স্বামীর দোহাই দিয়ে মেয়েট ডাক্তেই অমনি এক অবাক কাও। বাঁাকে বাঁকে পাখী দেখা দিল আকাশে আর দেখতে দেখতে চড়ুই, বাবৃই, দ্যু, টিয়া হতে আরম্ভ করে পৃথিবীর সব জাতের হাজার হাজার পাখীতে ছেয়ে গেল রাক্ষদপুরীটা। তারপর সেই প্রত্যেকটা পাখী এক একটা সরষের দানা খুঁটে খুঁটে নিয়ে 'ফুড়ুং কুড়ুং —' করে তুলতে লাগল মরায়ের মধ্যে। অল্লকণের মধ্যেই দেখতে দেখতে ভত্তি হয়ে উঠল মরাইটা। একটা দানাও আর পড়ে রইলনা মাটিতে। খালি দেখা গেল, একটা সরষে দানা রাখার মত অল্ল একট্থানি জায়গা তবু কী করে খালি পড়ে গেছে

এক কোনে। তথন থোজ থোজ পড়ে গেল চারদিকে সেই হারানো দানাটির জত্যে। কিন্তু মাটির ফাঁকে, ঘাসের ভেতর আনেক থোজাখুঁজি করেও কোথাও পাওয়া গেলনা সেট। মেয়েট তথন হাজ জোড় করে বলল সব পাবপাথালিকে,—"আমার স্বামী বন বিলাসের দোহাই। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিয়ে থাকো দানাটি তবে দয়া করে দেটি বের করে দাও। নইলে এখুনি শ্বাশুড়ীর হাতে আমার আণ যাবে।"

হয়েছে কী— ? পাশপাখালির দলে একটা মেয়ে ঘুঘুপাখী ছিল পুরো গর্ভবতী। লোভে পড়ে সেই-ই দানাটি সরিয়ে রেখেছিল এক কাঁকে,—পরে খাবে বলে। মেয়েটির কাকৃতি মিনতি দেখে সদয় হয়ে সে বের করে দিল সেটি তার গলার ভেতর থেকে। মরায়ের কাঁকটার মধ্যে সেটি রেখে দিতেই এবার পুরোপুরি ভর্তি হয়ে গেল মরাইটা।

সঙ্গে বেলা রাকুসী বৃড়ী বাড়ী ফিরে রোজকার মতন জিজেন করল মেয়েটিকে,—" বনবিলাসের বউ! কাজটা সারা হয়েছে ?"

"হঁটা মা!—" জবাব দিল মেয়েটি তাড়াতাড়ি,—" এই দবে শেষ হয়েছে।"

রাকুনী বুড়ী শুনে 'হ'াউ ম'াউ' করে চেঁচিয়ে উঠল আবার.—

"কা করম্রে! কা করম্!
বন্বিলাজ্জ করম্!
থেং রাঙা বাজা কোদোর ব থেই ন পাঙ্থাতে [পাছিনা]
সেই ছঘে মরং।"

তিনবারের বারও মেয়েটি বেঁচে গেল দেখে রাক্ষ্সী বৃড়ী অন্থ উপায় দেখল তখন। সামনেই ছিল তাদের কী একটা পরব। খুব খাওয়া দাওয়া আর ধুমধাম হবে তখন। এখন উৎসবের সময় ত খানিকটা গান বাজনা আর আমোদ ফুত্তি চাই। রাক্ষ্মী বৃড়ী তার ছেলের বউয়ের হ তে একখানা চিরক্ট দিয়ে বলল,—"বাও! সাত সমুদ্দের তেরো নদীর পারে আছে আমার বোন কন্কিনি আর 'ঘনঘনি'। তাদের কাছে এই চিঠি দিয়ে চেয়ে নিয়ে এস সাতিটি বাজনদারের দল। তবেই বৃঝব, হাা—আমার বাটার বউবটো!"

রাকুসী বৃড়া চলে থেতে বনবিলাস কোথা থেকে এসে 'থপ' করে ছিনিয়ে নিল চিরকুটখানা তার বৌষের হাত খেকে,—" দেখি, দেখি, কীসের চিঠি \*''

পড়ে দেখে, রাক্সী ভাষায় লেখা রয়েছে তাতে,—'এটি মান্ধের মেয়ে, কোথা থেকে উদ্ধে এসে জুড়ে বসেছে। চিঠি পাবা মাত্র গপা-গপ খেয়ে ফেলবে একে। আর আমার জত্যে একথানা 'রাং' পাঠিয়ে দেবে।'

পড়েই বনবিলাস সেটি ছিঁড়ে ফেলে দিল কৃচি কৃচি করে আর তার বদলে আরেকখানা চিঁটি লিখে দিল নতুন করে,—'এটি আমার অতি আদরের ছেলের বউ। একে খুব যত্ন আন্তিয় করবে, আর আমাদের আগামী পরবের জ্ঞান্তে তোমাদের দেশের সাভটি বাজনদারের দল পাঠাবে এর হলে।'

মেরেটি সেই চিঠি আঁচলে বেঁধে ভক্তি ভরে স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে রাজুনী বুড়ীদের দেশের উদ্দেশে। যেতে-যেতে-ফত দিন গেল, কত রাজ গেল; কত রাজার রাজা পেরিয়ে গেল। বন বাদাড় ভেঙ্গে, পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে চল্তে-চল্তে—অবশেষে মেয়েটি একদিন পৌছল এসে সাত সমুদ্দ্র আর তেরো, নদীঃ পাড়ে। > ফো তখন হয় হয়। খেয়া বন্ধ করে মাঝি তখন চলে গেছে ওপারে। মেয়েট তখন ডাক দিল চেঁচিরে,—

"মুঝি কন্কিনি! মুঝি ঘন্ঘিনি!
তমা পুদ বউ এচ্যংগে
পার গর-ই!!!"

বাংলা: মাসী কন্কনি! মাসী ঘন্যনি! তোমাদের স্তের পুতলী মেয়ে এচসছি, স্থামাকে পার কর!

একবারের পর ত্র'বার তিনবার ডাকতেই সাড়া পড়ে গেল এপারে রাক্ষসের দেশে,—'এই অবেলায় কে ডাকেরে। কে ডাকে? গাও ত মানি। বিয়ে এস পার করে।'

তথম মাঝি এসে পার করে নিয়ে গেল মেয়েটিকে। এ
পারে পৌছেই মেয়েটি তার ভাঁচলের গেরো খুলে চিরকটখানা দিয়ে
দিল ছই রাক্ষ্পী বৃড়ীর হাতে। সেটি পড়ে বৃঙ্গী ছন্তম চেঁচিয়ে
উঠল হা-হা করে,—"ভাালারে ভালা। ভাগ্যিস চিঠিখানা, নিয়ে
এসেছিস্ হাতে করে, শইলে এতক্ষণ ভোকে খেয়ে ফেলেছিলাম
আর কী ? তা' আয় মা! আয়, বোস্ ভোর গরীব মাসীদের
ঘরে।"

ছজনে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে। চুমু থেল আদর করে। তারপর চলল আরো নানা রাকুসী আদরের ঘটা। এদিকে মেরেটির তথন জান বায় বায় ! একে রাক্সী, তায় আবার বৃড়ী ! বোঁটকা গল্পে ভূত পালায় ; পেটের নাড়ি ভূঁড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে চায় । কী আর করা ? নাক মুখ বৃঁজে সয়ে রইল মেয়েটি সব কিছু । আদর সোহাগ থামলে পরে বলল সে,— "মাসী ! বাজনদারের দল নিতে এসেছি আমাদের পরবের জন্মে । পাই ত – কালই চলে যাই ঘরে ।"

রাক্সী বৃড়ী ছজন আবার উঠল হা-হা-করে—"ও মা! সে কী কথা? এই এলি,—এখনি বাব বাব কী? ছদিন থাক্ মাদীর বাড়ী। তাছাড়া বাজনদার জোগাড় করতে সে ও ত বাবে তয়েক দিন।"

বাধ্য হয়ে মেয়েটিকে তথন থাকতে হল বেশ কয়েকদিন রাক্সী বৃড়ীদের 'দেশে। ,থায় দায় আর ছই রাক্সী বৃড়ীর সঙ্গে গল্ল গুছত করে। সব সময় তাদের মন জ্গিয়ে চলে। মাঝে মাঝে বিকেলের পড়স্ত রোদে বসে রাক্সী বৃড়ীরা উকুন বাছতে দেয় তাকে। এক একটা উকুন এই-ই আরশুলার মতন মোটা। মেয়েট উকুন বাছে আর শিল নোড়া দিয়ে রাক্সী বৃড়ীদের মাথায় 'ঠকাস্! ঠকাস্' — করে পিষে মারে। আর্গমে রাক্সী বৃড়ীদের তথন ছচোখ বৃঁজে আসে।"

কয়েকদিন পর বাজনদার দল জোগাড় হতে রাক্ষা বৃড়ীরা সেগুলো একটা মুখ বাঁধা হাঁড়িতে পুরে মেয়েটির হাতে দিয়ে খুব ঘটা করে তাকে বিদেয় দিলে। মেয়েটি তখন পা বাড়াল দেশের পথে।

বেতে-বেতে-বেতে — অনেক দূর আসার পর মেয়েট্র হঠাৎ থেয়াল চাপল, — সাত সাতটি বাজনদারের দল, এই হাঁড়িটায় ধরে ৰী করে ? না জানি ভারা কেমন ধারা চীজ! দেখিই না একবার খুলে। যেই না ভাবা, মেয়েটি অমনি পথের ধারে বসে দেখতে গোল হাঁডিটার মুখ খুলে।

ঢাক্নাটা আর একট্থানি কাঁক্ করতেই ভেতর থেকে 'ঝাঁ'—করে কীদের যেন গুপ্তন ভেবে এল। মেয়েটি আল্তোভাবে উ কি মেরে দেখলে ভেতরে কিলবিদ করছে বোল্তা, ভীমরুল, ভোমরা, কাঁকড়া বিছে,—বিষেল বিষেল সব প্রাণী। দেখেই মেয়েটি ভয়ে আঁতকে উঠে বেই একট্থানি বেদামাল হয়ে পডেছে,— অমনি এক ফাঁকে ভোমরা ভোমরী বেদিয়ে পড়ল 'ফুডুং'— করে। ভাড়া-তাড়ি ঢাকনা আটকে দিয়ে মেয়েটি হায়। হায়। করে বসে পড়ল মাধার হাত দিয়ে। সাত দল বাজনদারের একটি দলই যদি না থাকে, তবে সে আর ঘরে ফিরবে কোন মুখেণ রাক্সী বুড়ীই কী আর তাকে আন্ত রাথবেণ ভরে আর হুর্ভাবনায় মেরেটি তথন কাদতে বসল লা ছড়িয়ে হাপুন নয়নে।

কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ মনে হল তার এক সময়,—'আচ্ছা, ধালি থালি কাঁদছি কেন আমি? এ বিপদ থেকে কীদে রক্ষে পাই. তার ত একটা উপায় ঠাওড়াতে হবে? নইলে সারাদিন ধরে কাঁদলে ত ফিরে পাছিনা ভোমরা ভোমরীকে। এ যাবৎ কত কত বিপদে স্বামীর কুপায় পার পেয়েছি—এবারটাও নাহয় স্বামীর নাম নিয়েই দেখি না কেন ? বাঁচার হলে তিনিই বাঁচাবেন।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি হাত জ্বোড় করে বলল উপরের দিকে চেয়ে,— "দোহাই! আমার সামী বনবিলাসের দোহাই! আমার এই বিপদ কেটে শক্। ভোমর। ভোমরী যেন ফিয়ে আফুক।''

বলার সাথে সাথে অবাক কাও! 'ভোঁ। ভোঁ।' করে কোথা থেকে উদ্ধে এসে হাজির ভোমরা ভোমরী। আর মেয়েটা অমনি আর্গের মত ঢাকনাখানা অল্প একট্থানি ফাঁক করে হাঁড়িতে পুরে নিলে তাদের। মেয়েটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সভ্যি সভ্যি এভাবে বিপদ থেকে রক্ষে পেরে।

এবার আবার দেশে ফেরার পাল।। খানিকটা ছিরিয়ে নিয়ে ফেরার পথে পা বাড়াল আবার মেয়েট। বেতে-বেতে-বেতে-বেতে-বিয়ে কত রাজার রাজ্য পেরিয়ে - কত পাহাড় পর্ববত ভেঙ্গে - কত দিন, কত— মাস পরে মেয়েট একদিন আবার ভালয় ভালয় ফিরে এল তার স্বামীর ঘরে।

রাক্সী বৃড়ীর চোধ ত ছানাবড়া! ভালো আপদ জুটেছে বা'হোক! কিছুতেই মরছেনা মেয়েটি – হয়েছে বেন অম্র! কিন্তু শত বেজার হলেও মুখে ত আর কিছু বলার জো নেই। তাই নতুন করে সে আবার ফন্দি আঁটতে লাগল তলে তলে।

রাকুসী বৃড়ী ছেলেকে নিয়েই পড়ল এবার। দিন রাত সাধি সাধনা করতে লাগল আর শতেক করে বোঝাতে লাগল তাকে,—"দেখ, তুই ত সুখেই আছিস্ মান্ধের মেয়ে বে করে; কিন্তু আমিও ত বুড়ো হয়েছিরে! দেখা শোনা করতে আমারো ত একজন মনের মত সঙ্গী সাথীর দ্রকার! তাই বলছিলাম কী—, সামনের পরবেই আমার সইয়ের মেয়েকে বে করে আমায় এনে দে, আমিও বাঁচি।"

দিন রাত মায়ের ঘ্যান্যানানি আর ঘ্যান্প্যানানি সইতে না পেলে বনবিলাস রাজী হয়ে গেল মায়ের কথার বাধা হয়ে। তারপর দেখতে দেখতে এসে গেল তাদের পরবের দিন। রাকুসী
বৃড়ী খুব ধুমধাম করে বৌ এনে তুললে ঘরে। রান্তিরে খুব খাওয়া
দাওয়া আর বেশ আমাদে ফুতি হল। রাক্ষ্য আর রাকুসীরা সব দল
বেঁধে নাচতে লাগল আর সাতটি বাজনদারের দলকে হাঁড়ির ভেতর
থেকে বের করে ছেড়ে দেয়া হল তাদের মধ্যে। সেই সব বোল্তা
ভীমকল আর ভোমরা ভোমরীর দল পালা করে রাক্ষ্য আর রাকুদীদের হল ফুটিয়ে দিতে লাগল উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে। আর তাইতে
সবার বিষম আরাম লেগে বেজায় ফুডিতে সবাই এমন রাকুসী গান
জুড়ে দিলে বে বুড়োর মেরের কানে হালা লাগার জোগাড়
একেবারে।

অনেক রাতে যথন তাদের নাচ গান থামল, তথন রাকুসী
বৃড়ী আর আর সব রাক্সী মেয়ের দল নিয়ে নতুন বৌকে পৌছে
দিয়ে গেল ছেলের ঘরে। তথন বনবিলাস শুয়েছিল বুড়োর
মেয়েকে বাঁ পাশে নিয়ে, যেভাবে তারা বরাবর শোর। সবাই এদে
নতুন বৌকে বসিয়ে দিয়ে গেল বরের ভান পাশে। অনেকণ পরে
বৌ হুটে। থখন কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তথন হুঠাৎ কী
থেয়াল হল বনবিলাসের —বাঁ পাশের বোটাকে আলতোভাবে তুলে
আনলে তার ভান পাশে আর ভানপাশেরটাকে নিয়ে এল বাঁ
পাশে। ঘুমন্ত বৌ হুটো টেরই পেলনা। তারপর সেও এক সময়
ঘুমিয়ে পড়ল তাদের মাঝে।

রাত যথন নিশুন্তি,—সবাই যুমিয়ে পড়েছে অসাড়ে,—কোন থানে জন মনিষিরে সাড়। শক্টুকু পর্যান্ত নেই, তথন রাতের আধারে গা মিলিয়ে ছজন যণ্ডা মার্কা জোয়ান রাক্ষস নিঃসাড়ে এসে ঢ়ক্ল সেই ঘরে। চুপি সাড়ে তারা বাঁ পাশের বোটাকে একথানা কাপড় দিয়ে জাপটে ধরেই চট্ করে তাকে শুন্তে তুলে নিয়ে সট্কে



মেয়ের মৃহার খৰরে ছই রাক্সী বুড়ী ভীয়ুণ মা**রা**মারি করতে লাগল।

অন্থানে রাক্সী বৃড়ী আর তার মতুন বেরাম হাঁ করে বসেছিল এতকা তাদের জন্মে। পাশেই একটা গন্গনে উন্নের উপর চাপানে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা লোহার কড়াই। তেল ফুট্ছে ভাতে টগবগ করে। রাক্ষস তুটে প্টলী বাধা মেরেটাকে সেখানে এনে ঝট্পট্ কেলে দিল ভাকে সেই ফুটস্ত তেলের মধ্যে। নিমিষের মধ্যে ভাজা ভাজা হয়ে গেল মেয়েটা। একট্থানি উ: আ: করারও তার আর ফুরস্ত হলন।।

সন্তির নিশাস ছেড়ে বেয়ান ছন্তন খেতে বসল এবার।
ভালা মাংস খেতে খেতে নানা সুখ ছঃখের গপ্প করতে লাগল,—
এতদিনে পথের কাঁটা দূর হয়েছে বলে ছন্তনের মধ্যে হাসাহাসিও
চল্ল খুব। কিন্তু কথায় বলে, 'কপালের লেখন, কে খণ্ডাবে বল ?'
রাকুসী ব্ড়ীর নতুন বেয়ানের ভাগে পড়েছিল, আর আর জিনিষের
সাথে মেয়েটির বাঁ হাতখানা। কুড়মুড় করে সেটা চিবিয়ে খেতে খেতে
হঠাৎ তার নহুরে গেল হাতখানার আসুলে পড়া একখানা আংটি—
তখনো জল জল করছে। দেখেই চম্কে উঠল রাকুসী। এ কী।
এ যে তারেই মেয়ের আংটি। সবে আজ বিয়েডে পর্তে দিয়েছে
তাকে। স্বেবানাশ। তবে কী এরা তাকেই ধরে এনেছে?

খাওয়া ফেলে পাগলের মত এক ছুটে বেরিয়ে গেল রাকুসীটা বনবিলাসের ঘরে দেখতে — সতি।ই বেঁচে আছে কিনা তার মেরেটা। ততকণে বনবিলাস বৃড়োর মেরেটেক ফের তার বাঁ পাশে নিয়ে গিয়ে দিবাি আরামে শুয়ে রয়েছে।

দেখে শুনে রাকুসীটা রাগে আর ছ:থে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল আর কপাল চাপড়াতে লাগল 'হায়! হায়!' করে। ষেরের শোকে মহা থাপ্লা হয়ে ছুইল সে আবার রাক্ষ্মী বৃড়ীর কাছে। তার চুলের মুঠি ধরে, তাকে আঁচড়ে কামড়ে গভরাতে লাগল মহা আক্রোশে,— "তুই, তুই-ই মেরেছিস্ আমার মেয়েকে। যত সব তোরই কারসাজি। আজ তোরই একদিন কী আমার একদিন।"

কীদে কী ঘটে গেল,— রাজুসী বুড়ীও একেবারে ভাজ্জব বনে গেছে! প্রথমে বোঝাতে গেল সে তার বেয়ামকে,—তার কোন দোব নেই, ওই রাক্ষস ছটোই বোধহয় বা পাশের মেফেটাকে আন্তে ভুল করে নিয়ে এসেছে ডাম পাশেরটাকে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা ? ততক্ষণে রাক্সী বৃড়ীটার মধ্যে আর জ্ঞান গম্যি বলতে কিস্তু নেই। মেয়ের শোকে একে-বারে পাগল হরে গেছে। তখন চুলোচুলি মুঠোমুঠি লেগে গেল ছন্তনের মধ্যে সমানে। তৃত্বেই বৃডো,— তৃত্বেই প্রায় সমান বয়েনী। সেই যে সমানে মারামারি লাগল তাদের,— এক্জন আরেকজনকৈ মারতে মারতে, তৃত্তনের মারে তৃত্তন রাক্সী বৃড়ীই তারপর মরে গিয়ে একেবারে 'চিৎপটাঙ!'

এরপর বৃড়োর মেয়েটি চিরকাল স্বামীর ঘর করতে লাগল সেই দেশে প্রম সূথে।